

208. কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ (AM)

AIBB-এর জন্য

First Edition: September 2023

Second Edition: March 2024

Third Edition: June 2024

Fourth Edition: January 2025

Fifth Edition: June 2025

Sixth Edition: January 2026

Seventh Edition: July 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright. Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Written By

Mohammad Samir Uddin, CFA

Chief Executive Officer

A leading Asset Management Company

Former Principal Officer of EXIM Bank Limited

CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.

BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University

Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma

Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE

Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 350Tk.

For Order:

www.metamentorcenter.com

WhatsApp: 01310-474402



Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র:

SL	বিস্তারিত	পৃষ্ঠা নং
1	মডিউল এ: কৃষি অর্থনীতি	4-38
2	মডিউল বি: মাইক্রো ক্রেডিট এবং মাইক্রো ফাইন্যান্স: বিবর্তন, আইনি কাঠামো এবং পণ্য	39-62
3	মডিউল সি: ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান (MFIs)	63-71
4	মডিউল ডি: ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, বিশেষ এবং অগ্রাধিকার খাতে অর্থায়ন	72-103
5	মডিউল ই: বাংলাদেশে গ্রামীণ অর্থ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষায়িত ব্যাংক (SBs) এবং MFIs এর ভূমিকা	104-115
6	মডিউল এফ: এসবি এবং এমএফআই-এর কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন	116-133
7	বিগত বছরের প্রশ্ন	134-138

Suggestion:

- *Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.*
- *Must read short questions and difference from all chapter.*
- *MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.*

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	মডিউল এ: কৃষি অর্থনীতি	41
****	মডিউল বি: মাইক্রো ক্রেডিট এবং মাইক্রো ফাইন্যান্স: বিবর্তন, আইনি কাঠামো এবং পণ্য	15
**	মডিউল সি: ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান (MFIs)	04
*****	মডিউল ডি: ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, বিশেষ এবং অগ্রাধিকার খাতে অর্থায়ন	21
**	মডিউল ই: বাংলাদেশে গ্রামীণ অর্থ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষায়িত ব্যাংক (SBs) এবং MFIs এর ভূমিকা	06
**	মডিউল এফ: এসবি এবং এমএফআই-এর কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন	04
	*****Short questions and difference from all module.	

সিলেবাস

মডিউল-A: কৃষি অর্থায়ন

কৃষি অর্থায়নের প্রকৃতি, পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয়তা; প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস; কৃষি অর্থায়নের প্রকারভেদ—ফসল ও অ-ফসল ভিত্তিক; কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন — পদ্ধতি ও জামানত; কৃষি অর্থায়নের সমস্যা; কৃষি অর্থায়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা; কৃষি ঋণের তদারকি ও পুনরুদ্ধার; পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্ট; কৃষি অর্থায়নের খাত ও উপখাত; কৃষি ঋণ বিতরণের পদ্ধতি; কৃষি ঋণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার; কৃষি খাতে ব্যাংকের ভূমিকা; কৃষি ও খামার খাতে অর্থায়নের জন্য নিয়ন্ত্রক নীতিমালা।

মডিউল-B: ক্ষুদ্রঋণ ও মাইক্রোফাইন্যান্স: বিকাশ, আইনি কাঠামো এবং পণ্য

ক্ষুদ্রঋণের ঐতিহাসিক উন্নয়ন; ক্ষুদ্রঋণ ও মাইক্রোফাইন্যান্সের ধারণা; ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন; বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কিত সরকারি নীতি ও আইনি কাঠামো; মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ); জামানতের প্রয়োজনীয়তা; জামানতের বিকল্প; সঞ্চয়-আবশ্যিক আমানত ব্যবস্থা; বীমা; পেমেন্ট সেবা; সামাজিক মধ্যস্থতা; উদ্যোগ বিকাশ সেবা।

মডিউল-C: মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)

মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য; লক্ষ্য বাজার ও প্রভাব বিশ্লেষণ; প্রাতিষ্ঠানিক, আধা-প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ; প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও রূপান্তর; বিভিন্ন প্রকার এমএফআই-এর মধ্যে ও ব্যাংক ও এমএফআই-এর মধ্যে সংযোগ; এমএফআই-এর সামাজিক সেবা।

মডিউল-D: কার্যকরী মূলধন, বিশেষ ও অগ্রাধিকার খাত অর্থায়ন

মৎস্য, পোলট্রি, দুগ্ধ খাতে কার্যকরী মূলধনের মূল্যায়ন; উচ্চমূল্য ফসল, টিস্যু কালচার, অয়েল পাম চাষ, নার্সারি, লবণ চাষ, শস্য চাষ, রেশম চাষ, ছাদবাগান, মাশরুম চাষ, পান চাষ ইত্যাদিতে অর্থায়ন; মূল্য শৃঙ্খলা উন্নয়ন; পণ্যমূল্য বাজার গঠন।

মডিউল-E: বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষায়িত ব্যাংক ও এমএফআই-এর ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব), গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, প্রচেষ্টা, বিআরডিবি এবং পিকেএসএফ — এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ অর্থায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা।

মডিউল-F: বিশেষায়িত ব্যাংক ও এমএফআই-এর কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন

ঋণ পরিশোধ হার, আর্থিক টেকসইতা, লাভজনকতা, লিভারেজ ও মূলধন পর্যাপ্ততা; ঋণগ্রহীতার টেকসইতা ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান।

MetaMentor Center

মডিউল-এ: কৃষি অর্থনীতি

প্রশ্ন-০১: কৃষি শিল্প এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক শিল্প কীভাবে একে অপরের থেকে আলাদা এবং কীভাবে তারা কৃষি ঋণের চাহিদাকে প্রভাবিত করতে পারে?

কৃষি শিল্প এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক শিল্প তাদের কার্যক্রম ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন। কৃষি খাত প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, যেখানে চাষাবাদ ও পশুপালন আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে, অ-কৃষি শিল্প যেমন উৎপাদন ও সেবা খাত প্রকৃতির পরিবর্তনের তুলনায় কম সংবেদনশীল। এই পার্থক্যগুলো কৃষি ঋণের চাহিদার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। কৃষকদের বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ কেনার জন্য ঋণের প্রয়োজন হয়, যা মৌসুমি পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, অ-কৃষি ব্যবসায়ী যন্ত্রপাতি কেনা বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ গ্রহণ করে, যার চাহিদা সাধারণত আবহাওয়ার পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে না। অর্থনৈতিক পরিবর্তন যেমন অ-কৃষি খাতে বিনিয়োগের পরিবর্তন সামগ্রিক ঋণপ্রাপ্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাদেশে কৃষি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই পার্থক্যগুলো বোঝা নীতিনির্ধারকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা কৃষকদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং কৃষিক্ষেত্রে টেকসই প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব।

প্রশ্ন-০২: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিঋণ কীভাবে অবদান রাখতে পারে? BPE-96th

অথবা, কৃষি অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিঋণের বিতরণে এত গুরুত্ব কেন দিয়েছে তা আলোচনা করুন। (BPE-98th)

অথবা, বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি ঋণের গুরুত্ব বর্ণনা কর। BPE-97th | BPE-5th.

১. **ফলন বৃদ্ধি:** কৃষিঋণের মাধ্যমে কৃষকরা উন্নত মানের বীজ ও আধুনিক যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করতে পারে, যা ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।
২. **খাদ্য নিরাপত্তা:** কৃষকদের ঋণ দিয়ে সহায়তা করে বাংলাদেশ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রেখে কৃষি পণ্যের স্থিতিশীল ও বর্ধিত সরবরাহ নিশ্চিত করে।
৩. **দারিদ্র্য হ্রাস:** ঋণ কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তাদের কৃষি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় তৈরি করে দারিদ্র্যের চক্র ভাঙাতে সহায়তা করে।
৪. **উৎপাদন বৃদ্ধি:** বর্ধিত উৎপাদন গ্রামীণ অর্থনীতিতে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি করে স্থানীয় বাজারকে উদ্দীপিত করে।
৫. **উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি:** কৃষি ঋণ নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং কৃষি খাতের আধুনিকীকরণে অবদান রাখে।
৬. **সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে যা টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য একটি স্থিতিশীল ভিত্তি প্রদান করে।

প্রশ্ন-০৩। বাংলাদেশের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর) BPE-96th.

অথবা বাংলাদেশের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা করুন। BPE-7th

১. **জীবিকার সংস্থান:** বাংলাদেশের কৃষি মূলত জীবিকানির্ভর কৃষি যেখানে কৃষকরা বড় আকারের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ফসল ফলায় না তারা ব্যক্তিগত জীবিকার জন্য ফসল ফলায়।
২. **ধানের আধিপত্য:** ধান চাষ হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষির মেরুদণ্ড যেখানে ধানক্ষেত আবাদি জমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে। জনসংখ্যার প্রধান খাদ্য চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ধানের জাত চাষ করা হয়।

৩. **কালীন উৎপাদন:** বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদিত হয় যেমন: আমন (বর্ষা), বোরো (শুষ্ক শীত) এবং আউশ (গ্রীষ্ম)। কৃষকরা এই ঋতুকে ঘিরে তাদের ফসল এবং কার্যক্রমের পরিকল্পনা করে।
৪. **জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি:** জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের কৃষি কাজের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং লবণাক্ততা কৃষকদের বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। এ প্রেক্ষিতে অভিযোজিত ব্যবস্থা এবং স্থিতিস্থাপক কৃষি অনুশীলন অপরিহার্য।
৫. **শ্রমের উপর নির্ভরশীলতা:** এ দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত। ঐতিহ্যগত পদ্ধতি আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সহাবস্থান করে।
৬. **বৈচিত্র্যময় ফসল:** ধানের পাশাপাশি, কৃষকরা পাট, আখ, ডাল এবং ফল সহ বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করে, যা বৈচিত্র্যময় কৃষি ল্যান্ডস্কেপে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-০৪। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা আলোচনা কর।

জিডিপিতে প্রধান অবদানকারী: কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকো রাখে যা মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যোগ হয় এবং জনসংখ্যার একটি বড় অংশের জন্য জীবিকা সরবরাহ করে।

১. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** এ খাতটি কর্মসংস্থানের একটি প্রধান উৎস বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। এটি লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবিকা বজায় রাখে এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রমকে সমর্থন করে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে।
২. **খাদ্য নিরাপত্তা:** কৃষক অধিক পরিমাণে ধান চাষাবাদের ফলে অধিক উৎপাদন করে জাতির জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
৩. **রপ্তানি আয়:** পাটসহ কৃষিপণ্য রপ্তানি আয়ে অবদান রাখে বৈশ্বিক মঞ্চে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান বাড়ায়।
৪. **গ্রামীণ উন্নয়ন:** কৃষি কার্যক্রম গ্রামীণ উন্নয়নকে উদ্দীপিত করে, অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করে, অবকাঠামো তৈরি করে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।
৫. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়ন:** কৃষি অন্যান্য খাতের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে, যেমন কৃষি পন্য, ব্যবসা এবং কৃষি-শিল্প, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

প্রশ্ন-০৫. কোভিড-১৯ দ্বারা কৃষি খাত কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল? বর্ণনা করুন। BPE-96th

১. **শ্রমের ঘাটতি:** COVID-19 বিধিনিষেধের কারণে কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে কারণ অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের নিজ শহরে ফিরে এসেছে এবং ফসল কাটাতে প্রভাব ফেলেছে।
২. **সরবরাহ ব্যবস্থায় বাধা:** পরিবহন ও বাজারের ব্যাঘাত সাপ্লাই চেইনকে প্রভাবিত করে ফলে ভোক্তাদের কাছে পণ্য পৌঁছাতে বিলম্ব হয় এবং কৃষকদের আয় হ্রাস পায়।
৩. **কাঁচামাল ও উপকরণে প্রাপ্যতা:** লকডাউন বিধিনিষেধের কারণে কৃষকরা বীজ, সার এবং কীটনাশকের মতো কৃষি উপকরণগুলি অ্যাক্সেস করতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল।
৪. **বাজার মূল্যের অস্থিরতা:** বাজারের চাহিদা এবং দামের গঠনামা কৃষকদের আয়কে প্রভাবিত করে তাদের পণ্যের বিক্রয় মূল্য হ্রাসের কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
৫. **রপ্তানি চ্যালেঞ্জ:** বিভিন্ন বিধি নিষেধের কারণে শাকসবজি এবং ফলের মতো রপ্তানিমুখী ফসল আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় যা বৈদেশিক মুদ্রা আয়কে প্রভাবিত করে।
৬. **সরকারী হস্তক্ষেপ:** সরকার মহামারী চলাকালীন কৃষকদের সহায়তা করার জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা এবং কৃষি উদ্দীপনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে দীর্ঘগতির কারণে কৃষি খাতে বিরূপ প্রভাব পরেছিল।

প্রশ্ন-০৬. 2041 সাল নাগাদ বাংলাদেশের কৃষি খাতকে স্থূলভাবে প্রভাবিত করতে পারে এমন কিছু ভবিষ্যত পরিস্থিতি কী কী? এ ক্ষেত্রে কোন কোন অর্থায়ন পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে?

2041 সালের মধ্যে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন মূলক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং আবহাওয়ার বিরূপ চিত্র এ আশঙ্কার প্রধান কারন। এটি বন্যা, খরা এবং নোনা জলের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ফসলের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়াও, দ্রুত নগরায়ন চাষের জমি হ্রাস করতে প্রত্যক্ষ সহায়তা করছে। এগুলি মোকাবেলা করার জন্য, অর্থনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১. **জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক** : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এমন কৌশল গ্রহণ করতে হবে, যা ফসল উৎপাদনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।
২. **প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি** : প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য অর্থায়ন বাড়াতে হবে।
৩. **বীমা প্রকল্প** : প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য বীমা প্রদান করা।
৪. **টেকসই তহবিল গঠন** : পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ বান্ধব কৃষি চালু করা এবং কৃষি তহবিল গঠন করা।
৫. **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ** : কৃষকদের কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য কৃষি প্রশিক্ষন কর্মসূচি চালু করা।

এই পন্থাগুলি বাংলাদেশের ভবিষ্যত কৃষি চ্যালেঞ্জগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং প্রশমিত করতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন-০৭। আমাদের দেশে কৃষি ঋণ ব্যবস্থা প্রকৃতি কেমন? BPE-99th.

১. **উদ্দেশ্য/ লক্ষ্য** : কৃষক এবং কৃষি ব্যবসায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।
২. **ঋণের প্রকার** : শস্য ঋণ, সরঞ্জাম অর্থায়ন, এবং স্টোরেজ সুবিধার অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত।
৩. **উৎস** : ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী অফিস হতে ঋণ দেওয়া হয়।
৪. **সুদের হার** : কৃষি উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে অন্যান্য খাতের তুলনায় কম সুদের হারে ঋণ প্রদান করে।
৫. **প্রভাব** : কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে।
৬. **চ্যালেঞ্জ** : আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার কারণে গ্রামীণ এলাকায় সীমিত প্রবেশাধিকার এবং উচ্চ ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি থাকে।

প্রশ্ন-০৮। কৃষি-অর্থায়নে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? এই সমস্যাগুলি কীভাবে কমানো যায় তা ব্যাখ্যা করুন।

কৃষি-অর্থায়নের সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. **সীমিত সুযোগ** : ঋণ নেওয়ার সময় ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কঠোর নীতিমালার কারণে কৃষকদের অনেক কাগজপত্র ও শর্ত পূরণ করতে হয়। তাই তাদের ঋণ পেতে বেশ কষ্ট করতে হয়।
২. **উচ্চ সুদের হার** : কৃষি ঋণের উচ্চ সুদ কৃষকদের ঋণ পরিশোধ ব্যয়বহুল করে তোলে।
৩. **সচেতনতার অভাব** : কৃষকরা আর্থিক পরিষেবা সম্পর্কে জানেন না।

এই সমস্যাগুলি কমাতে:

১. **সহজ প্রক্রিয়া** : ঋণ প্রক্রিয়া সহজ এবং আরও নমনীয় করতে হবে।
২. **কম সুদের হার** : সুদের হার কমাতে হবে।
৩. **শিক্ষা/ সচেতনতা বৃদ্ধি** : কৃষকদের ঋণ সম্পর্কে এবং এর কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
৪. **সরকারী সহায়তা** : কৃষকদের সাহায্য করার জন্য সরকারী কর্মসূচি এবং ভর্তুকি বাড়াতে হবে।

প্রশ্ন-০৯। বাংলাদেশের জন্য কৃষি ক্ষেত্রে উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলো কী কী? ব্যাংকগুলি কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে কাজ করতে পারে?

বাংলাদেশের কৃষিতে উদীয়মান চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেমন বন্যা ও খরা, মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং পানিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পুরানো চাষের কৌশল এবং ছোট কৃষকদের জন্য অর্থের সরবরাহের অভাবের সমস্যাও রয়েছে।

ব্যাংকগুলি নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জগুলির উত্তর দিতে পারে:

১. **আধুনিক যন্ত্রপাতির জন্য ঋণ প্রদান** : উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কৃষকদের উন্নত সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করা।
২. **ক্ষুদ্রঋণ প্রদান** : ক্ষুদ্র ঋণ ক্ষুদ্র মাপের কৃষকদের তাদের কৃষি পদ্ধতি উন্নত করতে সহায়তা করা।
৩. **জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক কৃষিতে বিনিয়োগ** : বিরূপ আবহাওয়া সহ্য করতে পারে এমন কৃষি পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা।
৪. **টেকসই চাষের জন্য অর্থায়ন** : আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব কৃষিকে উৎসাহিত করা।
৫. **শিক্ষামূলক কর্মসূচী** : আধুনিক কৃষি কৌশল এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা।

প্রশ্ন-১০। বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নের উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি অর্থায়নের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করে। এই ঋণ কৃষকদের বীজ, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিনতে সাহায্য করে, তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। ব্যাংকগুলি ক্ষুদ্রঋণের বিকল্পগুলিও অফার করে, যাদের ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য নীতি ও নির্দেশিকা নির্ধারণ করে। এটি নিশ্চিত করে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষিতে বরাদ্দ করে। উপরন্তু, এটি কৃষকদের সহায়তা করার জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম এবং পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প চালু করে, বিশেষ করে সংকট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে।

একত্রে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিশ্চিত করে যে কৃষি খাত পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা পায়, যা বাংলাদেশের কৃষির বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন-১১। জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে বাংলাদেশের কৃষি খাতকে প্রভাবিত করছে এবং প্রভাবিত করতে পারে? জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি কী? কেন এটা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

অথবা জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে কৃষির উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে ব্যাখ্যা করুন। BPE-7th

বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

১. **একাধিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়** : ফসলের ক্ষতি করে ফলনকে অধিক পরিমাণে প্রভাবিত করে।
২. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা** : চাষযোগ্য জমি হ্রাস করে মাটির লবণাক্ততা বাড়ায়।
৩. **দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব**: বিরূপ আবহাওয়া মাটির উর্বরতা হ্রাস করে।

জলবায়ু-স্মার্ট এগ্রিকালচার (CSA):

১. **উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি**: ভালো ফলনের জন্য উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করা।
২. **জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন** : সহনশীল জাতের ফসল ও উন্নত চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করা।
৩. **কম কার্বন নির্গমন**: পরিবেশ বান্ধব কৌশল গ্রহণ করা।

বাংলাদেশের জন্য CSA এর গুরুত্ব:

১. **খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা** : জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খামারকে খাপ খাইয়ে নেয়।
২. **অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব** : কৃষকদের জীবিকাকে সমর্থন করে।
৩. **পরিবেশ সুরক্ষা** : বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা করে।

প্রশ্ন-১২। কিভাবে মডেম কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সাহায্য করে? BPE-97th।

কৃষির দক্ষতা এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক কৃষি সরঞ্জামের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিভাবে এ নিয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. **উন্নত কৃষি সরঞ্জাম:** জিপিএস-চালিত ট্রাক্টর ও ড্রোনের মতো প্রযুক্তি রোপণ, সেচ ও সার প্রয়োগে সহায়তা করে, অপচয় কমায় এবং সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে—যা পানি সংকট ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তিত ধরন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ।
২. **উন্নত সেচ প্রযুক্তি:** ড্রিপ এবং স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার মতো প্রযুক্তিগুলি সরাসরি গাছের শিকড়ে জল সরবরাহ করে, বাষ্পীভবন এবং স্রোত হ্রাস করে, খরা-প্রবণ এলাকায় জল সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৩. **দুর্যোগ-প্রতিরোধী ফসল উৎপাদন:** স্থিতিস্থাপক ফসলের জাত রোপণে সহায়তা করে এমন যন্ত্রপাতিগুলি পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।
৪. **কম কার্বন নির্গমন:** শক্তি-দক্ষ মেশিনগুলি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কম করে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রশমন প্রচেষ্টায় অবদান রাখে।

এই প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করে, কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তনশীলতার মুখে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে এবং বৃদ্ধি করতে পারে, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা রক্ষা করতে পারে।

প্রশ্ন-১৩। বাংলাদেশে কাদের কৃষি ঋণ দরকার? বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নের ওপর নীতিনির্ধারণকরা কেন এত জোর দিচ্ছেন? বাংলাদেশে কৃষি ঋণের গুরুত্ব লিখুন

বাংলাদেশে কার কৃষি ঋণের প্রয়োজন:

১. **ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক :** তাদের বীজ, সার এবং সরঞ্জামের জন্য তহবিল প্রয়োজন।
২. **মাঝারি এবং বৃহৎ মাপের কৃষক :** তাদের কৃষি কার্যক্রমকে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রয়োজন।
৩. **কৃষি উদ্যোক্তা :** কৃষি, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংশ্লিষ্ট খাতে স্টার্টআপ বৃদ্ধি করা জরুরী।

নীতি নির্ধারণকদের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব:

১. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি :** বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কৃষি গুরুত্বপূর্ণ; এতে বিনিয়োগ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি বাড়ায়।
২. **খাদ্য নিরাপত্তা :** জনসংখ্যাকে খাদ্য সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৩. **কর্মসংস্থান :** কৃষি কর্মশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য শ্রমিক নিয়োগ করে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়তা করে।
৪. **গ্রামীণ উন্নয়ন :** গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং দারিদ্র্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব:

১. **কৃষি সারঞ্জাম ক্রয় :** ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে কৃষক তার প্রয়োজনীয় কৃষি সারঞ্জাম ক্রয় করে সাবলীলভাবে ফসল ফলাতে পারে।
২. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :** এ ঋণ খারাপ আবহাওয়া বা ফসলের কম উৎপাদনের মতো অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় সহায়তা করে।
৩. **আয়ের উন্নতি :** এটি উৎপাদনশীলতা এবং লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।
৪. **প্রযুক্তিগত অগ্রগতি :** আধুনিক চাষের কৌশল গ্রহণের সুবিধা দেয়।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কৃষি খাতে যারা আছে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উভয় ক্ষেত্রেই কৃষি ঋণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-১৪। বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষি অর্থের প্রধান উৎস কি? সীমাবদ্ধতা সহ বর্ণনা করুন। BPE-97th।

গ্রামীণ বাংলাদেশের কৃষিখাতে অর্থায়নের প্রধান উৎসগুলো হলো:

1. **সরকারি ব্যাংক:** যেমন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, যা কম সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করে। **সীমাবদ্ধতা:** ব্যাংকের শাখা সংখ্যা কম এবং ঋণ প্রক্রিয়ায় জটিলতা থাকে।
2. **মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান (MFIs):** যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, যা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে। **সীমাবদ্ধতা:** প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় সুদের হার বেশি।
3. **বেসরকারি সংস্থা (NGOs):** সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি ঋণ প্রদান করে। **সীমাবদ্ধতা:** সকল প্রকার কৃষি ঋণ চাহিদা পূরণ করতে পারে না।
4. **কো-অপারেটিভ (সমবায় সমিতি):** সদস্যদের অর্থ একত্রিত করে ঋণ প্রদান করে। **সীমাবদ্ধতা:** মূলধনের সীমাবদ্ধতা থাকে এবং সদস্যদের অর্থের ওপর নির্ভরশীল।
5. **অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতা:** যেমন মহাজন ও ফড়িয়া, দ্রুত ঋণ প্রদান করে। **সীমাবদ্ধতা:** অত্যধিক সুদের হার এবং ঋণের চাপে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

প্রতিটি উৎস কৃষি খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে অ্যাক্সেস, খরচ, এবং ঋণের পরিমাণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা কৃষকদের জন্য বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

প্রশ্ন-১৫. কৃষিঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য কোন পদক্ষেপ ও প্রণোদনা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে? BPE-97th।

অথবা ঋণ আদায়ে কোন কোন পদক্ষেপ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে? BPE-7th

বাংলাদেশে কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধার করতে কার্যকরভাবে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

1. **নমনীয় ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি:** কৃষি চক্রের সাথে ঋণ পরিশোধের সময়সূচী সারিবদ্ধ করা কৃষকদের উপর বোঝা কমিয়ে দেবে এবং ঋণ পরিশোধের হার উন্নত করবে।
2. **সুদের হার কমানো:** সুদের হার কমানো কৃষকদের সময়মতো পরিশোধে উৎসাহ প্রদান করে তাই নিম্ন সুদের হার ধার্য করতে হবে।
3. **শস্য বীমা :** ফসলের ব্যর্থতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে বীমা প্রদান করলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কৃষকদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সুরক্ষিত হবে।
4. **ক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচী :** আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং বাজার কৌশল সম্পর্কে কৃষকদের শিক্ষিত করা তাদের লাভজনকতা এবং ঋণযোগ্যতা বাড়াতে পারে।
5. **ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করা :** মোবাইল ব্যাংকিং বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের প্রক্রিয়া সহজ করা সুবিধা বাড়াতে পারে এবং ডিফল্ট হার কমাতে সহায়তা করে।
6. **ঋণ পুনর্গঠন :** আর্থিক অসুবিধার সময় বিদ্যমান ঋণ পুনর্গঠনের বিকল্প প্রদান করা কৃষকদের তাদের ঋণ আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করতে পারে।

এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন করা কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কৃষি পদ্ধতির স্থায়িত্ব এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন-১৬। আপনি কি মনে করেন যে সময়মত ঋণ বিতরণ কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সহায়ক হবে? BPE-97th—

হ্যাঁ, সময়মত ঋণ বিতরণ বাংলাদেশে কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধার এবং স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকরা যখন সঠিক মুহুর্তে ঋণ পায় তারা ফসলের মৌসুমের শুরুতে বীজ, সার এবং সেচের মতো প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করবে। এই সময়োপযোগী বিনিয়োগ ভাল ফসলের ফলন, উচ্চ আয়, এবং ফলস্বরূপ, ঋণ পরিশোধের একটি বর্ধিত ক্ষমতার দিকে পরিচালিত করে, ক্রেডিট ব্যবহার এবং পরিশোধের একটি ইতিবাচক চক্র তৈরি করে। সময়মত ঋণ বিতরণ কৃষকদের মৌসুমি সুযোগ কাজে লাগাতে সাহায্য করে, উচ্চ সুদের অনানুষ্ঠানিক ঋণ থেকে রক্ষা করে এবং

দেরিতে উপকরণ পাওয়ার কারণে ফসল উৎপাদনের ঝুঁকি কমে। এটি কৃষক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি করে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ এবং পুনরায় ঋণ গ্রহণকে উৎসাহিত করে। অতএব, যখন কৃষকদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা কৃষি খাত এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন-১৭। "কৃষি ঋণ বিতরণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ" বিবৃতিটিকে সমর্থন করুন। BPE-97th।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ কার্যকরী বিতরণ এবং কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি শক্তিশালী কৃষি অর্থ বাস্তবায়নের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে কাজ করে। সুপরিচিত কর্মকর্তারা কৃষি সেক্টরের অনন্য চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জগুলি বোঝেন, তাদের আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলি তৈরি করতে সক্ষম করে যা কৃষি কার্যক্রমের মৌসুমী এবং চক্রাকার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কৃষি চর্চা, ঝুঁকি এবং বাজারের গতিশীলতার গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকার মাধ্যমে, এই কর্মকর্তারা খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে ঋণযোগ্যতা এবং উপযুক্ত ঋণের শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অধিকন্তু, প্রশিক্ষিত ব্যাংক কর্মীরা কৃষকদের মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিতে পারেন, তাদের তহবিলের ব্যবহার অনুকূল করতে, টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করতে এবং তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারেন। এটি শুধুমাত্র ঋণ পরিশোধের হারকে উন্নত করে না বরং ব্যাংকিং সেক্টর এবং কৃষি সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ও অংশীদারিত্বের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে, যা শেষ পর্যন্ত সেক্টরের সামগ্রিক বৃদ্ধি এবং স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রাখে।

প্রশ্ন-১৮। বাংলাদেশে কৃষিঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কী কী? কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কী কী?

বাংলাদেশে কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস:

১. **বাণিজ্যিক ব্যাংক :** সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে।
২. **ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান :** যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে।
৩. **সমবায় :** কৃষকদের ঋণ প্রদানকারী সদস্য-ভিত্তিক সংগঠন।
৪. **বাংলাদেশ ব্যাংক :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচিও অফার করে।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস:

১. **অর্থ ঋণদাতা :** ব্যক্তিরা ঋণ প্রদান করে, এর সুদের হার সাধারণত উচ্চ হয়।
২. **ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্থত্বভোগী :** ক্রেডিট প্রদান, সাধারণত তাদের কাছে পণ্য বিক্রির সাথে যুক্ত।
৩. **বন্ধু এবং পরিবার :** আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ব্যক্তিগত ঋণ।

প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধা:

১. **নিম্ন সুদের হার :** সাধারণত, অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের চেয়ে বেশি সাশ্রয়ী।
২. **নির্ভরযোগ্যতা :** নিয়ন্ত্রিত ও অধিক নিরাপদ।
৩. **বড় ঋণের পরিমাণ :** যথেষ্ট বিনিয়োগের জন্য বড় ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা।
৪. **বাড়তি সুবিধা:** যেমন আর্থিক পরামর্শ এবং সহায়তা।

প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের অসুবিধা:

১. **কঠোর বাছাই প্রক্রিয়া:** কিছু কৃষকের জন্য ঋণের যোগ্যতা অর্জন করা কঠিন হয়।
২. **জটিল প্রক্রিয়া :** আবেদন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ হতে পারে।
৩. **জামানতের প্রয়োজনীয়তা :** প্রায়ই ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা বা জামানত প্রদান করতে হবে যা কৃষকের জন্য অসাধ্য হয়ে পরে।

প্রশ্ন-১৯। কেন উচ্চ সুদের হার সত্ত্বেও কৃষকরা আনুষ্ঠানিক উৎস থেকে কৃষি ঋণ বেছে নেয়?

সুদের হার অধিক হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষকরা বিভিন্ন কারণে অর্থঋণদাতার মতো অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে কৃষি ঋণ বেছে নেয়। কারনগুলো নিম্নরূপ:

১. **সহজলভ্য:** অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলি হতে ঋণ সহজেই পাওয়া যায় বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে ব্যাংক একেবারেই অনুপস্থিত।
২. **কম অনুষ্ঠানিকতা :** তাদের ন্যূনতম ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন যা প্রক্রিয়াটিকে দ্রুত এবং সহজ করে তোলে।
৩. **জামানতবিহীন ঋণ:** অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতারা সাধারণত জামানত চায়না যা ক্ষুদ্র মাপের বা দরিদ্র কৃষকদের জন্য সহায়ক যাদের সম্পদ নেই।
৪. **ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নমনীয়তা :** অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতারা সাধারণত কৃষকের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরো নমনীয় পরিশোধের শর্তাদি প্রদান করে।
৫. **তাৎক্ষণিক নগদ প্রাপ্তি:** তারা দ্রুত নগদ প্রদান করে, যা জরুরী বা জরুরী প্রয়োজনের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-২০। কৃষি ঋণের অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কী কী ?

কৃষি ঋণের অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধা:

১. **দ্রুত নগদ প্রাপ্তি:** তারা বিলম্ব ছাড়াই দ্রুত ঋণ প্রদান করে।
২. **সহজ প্রক্রিয়া :** কম কাগজপত্র এবং কম অনুষ্ঠানিকতা পালন করে।
৩. **জামানতবিহীন ঋণ:** যাদের সম্পদ নেই তাদের জন্য সহায়ক।
৪. **নমনীয়তা :** কৃষকের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত ঋণ পরিশোধের শর্তাবলী দিয়ে থাকে।
৫. **সহজলভ্যতা :** প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের অসুবিধা:

১. **বেশি সুদের হার:** ঋণ ফাঁদ হতে পারে।
২. **নিয়ন্ত্রণের অভাব :** এতে শোষণ ও অন্যায় আচরণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
৩. **অল্প সময়ের স্বস্তি, দীর্ঘ সময়ের চাপ:** তাৎক্ষণিক সাহায্য কিন্তু পরে আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
৪. **বাড়তি সুবিধা নেই:** ব্যাংকগুলির মতো নয়, তারা নিদেশিকা বা সহায়তা পরিষেবাগুলি অফার করে না।
৫. **অপ্রত্যাশিত শর্তাবলী :** শর্তাবলী পরিবর্তন হতে পারে, অনিশ্চয়তা যোগ করতে পারে।

যদিও অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি তহবিলের সহজ এবং দ্রুত প্রবেশের প্রস্তাব দেয় যা উচ্চ খরচ এবং কৃষকদের জন্য সম্ভাব্য আর্থিক অস্থিতিশীলতার মতো ঝুঁকি নিয়ে আসে।

প্রশ্ন-২১। মেয়াদের উপর ভিত্তি করে কৃষি ঋণের ধরন কি কি? উদ্দেশ্য ভিত্তিক কৃষি ঋণের ধরন কি কি? অথবা আপনি স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী কৃষিঋণ দ্বারা কী বোঝেন? উদাহরণ দিন।

অথবা, স্বল্পমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী কৃষি ঋণ বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দিন। (BPE-98th, BPE-99th)

মেয়াদের উপর ভিত্তি করে কৃষি ঋণের ধরন:

১. **স্বল্পমেয়াদী ঋণ :** বীজ বা সার কেনার মতো তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের জন্য। সাধারণত এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করা হয়।
২. **মধ্যমেয়াদী ঋণ :** সরঞ্জাম কেনার জন্য বা ছোট আকারের জমির উন্নতির জন্য। পরিশোধের সময়কাল 1 থেকে 5 বছর পর্যন্ত।
৩. **দীর্ঘমেয়াদী ঋণ :** জমি কেনা বা স্টোরেজ সুবিধা নির্মাণের মতো উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের জন্য। পরিশোধের মেয়াদ 5 বছরের বেশি হতে পারে।

উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে কৃষি ঋণের ধরন:

১. **উৎপাদন প্রয়োজনে দৈনন্দিন খরচ :** প্রতিদিনের কৃষি খরচ যেমন বীজ, সার এবং শ্রমের জন্য।

২. **বিনিয়োগ ঋণ :** যন্ত্রপাতি, জমি, বা অবকাঠামো উন্নয়নের মতো সম্পদ কেনার জন্য।

৩. **বিপণন ঋণ :** পণ্য সংরক্ষণ এবং বিক্রয় সম্পর্কিত খরচ সমর্থন করার জন্য।

৪. **ভোক্তা ঋণ :** কৃষকের পরিবারের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য, বিশেষ করে অফ-সিজনে।

এই বিভাগগুলি কৃষকদের বিভিন্ন আর্থিক চাহিদা এবং সেই অনুযায়ী দর্জি ঋণ পরিষেবাগুলি বুঝতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-২২। কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন কি? কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের জন্য বিতরণ করা অর্থ কি বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি অর্থ হিসাবে বিবেচিত হয়?

কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বলতে বোঝায় কৃষি সম্পর্কিত প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এর মধ্যে রয়েছে কৃষি ব্যবসা স্থাপন বা সম্প্রসারণের জন্য তহবিল, যেমন খামার, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট বা কৃষি পণ্য নিয়ে কাজ করে এমন অন্যান্য উদ্যোগ। বাংলাদেশে, এই কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পগুলির জন্য বিতরণ করা অর্থকে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি অর্থ হিসাবে বিবেচনা করে। এই শ্রেণীবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কৃষি খাতকে সমর্থন ও বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকের উদ্দেশ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধ করে যা দেশের অর্থনীতির একটি মূল অংশ।

এই তহবিলগুলিকে কৃষি অর্থ হিসাবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করে যে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছে এর উন্নয়নের প্রচার করা হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র কৃষক থেকে বৃহত্তর কৃষিব্যবসায় যারা কৃষির সাথে জড়িত তাদের জীবনযাত্রার উন্নতিতে সহায়তা করছে।

প্রশ্ন-২৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে পুনঃঅর্থায়নের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়নে সহায়তা করে?

বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন নামক একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়নে সহায়তা করে। সহজ শর্তে এটি কীভাবে কাজ করে তা এখানে:

১. **ব্যাংকে তহবিল প্রদান :** বাংলাদেশ ব্যাংক কম সুদে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে অর্থ প্রদান করে।
২. **ব্যাংক কৃষক ও কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় অর্থায়ন করে:** এই ব্যাংকগুলি তারপরে এই অর্থ কৃষক বা কৃষি-ভিত্তিক ব্যবসাগুলিকে তাদের প্রকল্পগুলির জন্য ঋণ দেয়।
৩. **সাশ্রয়ী ঋণ :** যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক কম হারে তহবিল অফার করে, তাই ব্যাংকগুলি কৃষকদের আরও সাশ্রয়ী মূল্যে ঋণ প্রদান করতে পারে।
৪. **কৃষি প্রকল্পগুলিকে উৎসাহিত করা :** এটি কৃষির লোকদের জন্য একটি খামার শুরু করা, সরঞ্জাম কেনা বা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপনের মতো প্রকল্পগুলিকে অর্থায়ন করা সহজ করে তোলে।
৫. **ঋণ পরিশোধ:** একবার এই ঋণ পরিশোধ করা হলে, অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে ফিরে যায়, যা পরবর্তীতে আরও প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য আবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই পুনঃঅর্থায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকরভাবে আর্থিক সম্পদকে আরও সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করে কৃষি খাতকে শক্তিশালী করে।

প্রশ্ন-২৪। কেন কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ?

কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভিন্ন কারণে কৃষি উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

১. **বিনিয়োগ সক্ষম করে :** নতুন প্রযুক্তি এবং সেচ ব্যবস্থা বা স্টোরেজ সুবিধার মতো অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সহ কৃষক এবং কৃষিব্যবসায়কে প্রদান করে।
২. **উৎপাদনশীলতা বাড়ায় :** উন্নত সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষকরা ফসলের ফলন বাড়াতে এবং গুণমান উন্নত করতে পারে।
৩. **ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনে উৎসাহিত করা :** কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের শস্য বা চাষ পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করে, যা ঝুঁকি কমাতে পারে এবং আয়ের উৎস বাড়াতে পারে।
৪. **মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা :** কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে।

৫. **স্বায়ত্ব বাডায় :** অর্থায়ন পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই চাষাবাদকেও সমর্থন করতে পারে।

৬. **কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে :** কৃষিভিত্তিক প্রকল্পগুলি গ্রামীণ এলাকায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

এইভাবে, কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন হচ্ছে কৃষির আধুনিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি।

প্রশ্ন-২৫। কৃষি অর্থায়নের পদ্ধতি কি কি? কিভাবে ব্যাংক ভাল ঋণগ্রহীতা নির্ধারণ?

কৃষি অর্থায়নের পদ্ধতিতে সাধারণত কয়েকটি ধাপ জড়িত থাকে:

১. **আবেদন জমা :** কৃষক বা কৃষি ব্যবসার মালিকরা তাদের প্রকল্প বা প্রয়োজনের বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি ব্যাংকে একটি ঋণের আবেদন জমা দেন।
২. **নথি যাচাই :** ব্যাংকগুলি জমির রেকর্ড, পরিচয় প্রমাণ এবং প্রকল্প পরিকল্পনার মতো নথিগুলি পরীক্ষা করে।
৩. **প্রস্তাব পর্যালোচনা:** ব্যাংকগুলি প্রস্তাবিত কৃষি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা এবং লাভজনকতা মূল্যায়ন করে।
৪. **ঋণ পরিশোধের পূর্ব রেকর্ড পরীক্ষা:** ব্যাংকগুলি তাদের অতীতের ঋণ পরিশোধের মূল্যায়ন করতে ঋণগ্রহীতার ক্রেডিট ইতিহাস পর্যালোচনা করে।
৫. **জামানত মূল্যায়ন :** প্রয়োজন হলে, ব্যাংকগুলি জামানত (যেমন জমি বা সরঞ্জাম) মূল্যায়ন করে যা ঋণকে সুরক্ষিত করে।
৬. **ঋণ অনুমোদন এবং বিতরণ :** সবকিছু সন্তোষজনক হলে, ব্যাংক ঋণ অনুমোদন করে এবং তহবিল বিতরণ করে।

একটি ভাল ঋণগ্রহীতা নির্ধারণ করতে, ব্যাংকগুলি বিবেচনা করে:

১. **ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা :** আয় এবং ব্যয়ের ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা।
২. **ঋণ পরিশোধের পূর্ব রেকর্ড পরীক্ষা:** ঋণ পরিশোধের অতীত রেকর্ড যাচাই করা।
৩. **প্রকল্পের কার্যকারিতা :** কৃষি প্রকল্পের সম্ভাব্য সাফল্য এবং লাভজনকতা।
৪. **জামানত :** জমা দেওয়া জামানতের মূল্য এবং নিরাপত্তা।

একজন ভাল ঋণগ্রহীতা সাধারণত এমন একজন ব্যক্তি যার একটি শক্তিশালী ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা, একটি ইতিবাচক ক্রেডিট ইতিহাস, একটি কার্যকর প্রকল্প পরিকল্পনা এবং পর্যাপ্ত জামানত রয়েছে তার উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-২৬। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র খামারভিত্তিক অর্থায়নে জামানত গ্রহণ কেন নিরুৎসাহিত করা হয়?

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে ছোট খামারের অর্থায়নে জামানত নিরুৎসাহিত করা হয়:

১. **সম্পদের অভাব :** ছোট কৃষকদের জামানত হিসাবে অফার করার জন্য যথেষ্ট মূল্যবান সম্পদ থাকে না। যদি জামানত প্রয়োজন হয় এটি তাদের পক্ষে ঋণ সুরক্ষিত করা কঠিন করে তোলে।
২. **জমি হারানোর ঝুঁকি :** জমিকে জামানত হিসাবে ব্যবহার করা ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ঋণ ফেরত দিতে না পারলে, তাদের জীবিকা চালানোর প্রধান সম্পদটি হারানোর ঝুঁকি থাকে।
৩. **জামানত :** জামানতের প্রয়োজনীয়তা অনেক ছোট কৃষককে কৃষি ঋণ থেকে বাদ দিতে পারে কারণ তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সম্পদ নাও থাকতে পারে।
৪. **মূলধন বৃদ্ধি করা:** জামানত প্রয়োজনীয়তা এড়ানো আর্থিক পরিশেষাগুলিকে সমস্ত কৃষকদের কাছে তাদের সম্পদ বা সম্পদের মালিকানা নির্বিশেষে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করে।
৫. **ছোট আকারের কৃষিকাজকে উৎসাহিত করা :** জামানতের প্রয়োজন না করে, ব্যাংকগুলি আরও বেশি লোককে ছোট আকারের কৃষিকাজে নিয়োজিত করতে উৎসাহিত করে যা বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবে, জামানতকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ঋণ আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্য রাখে।

প্রশ্ন-২৭। বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি কৃষকদের ঋণ প্রদান না করেও কীভাবে কৃষি অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি কৃষকদের ঋণ বিতরণ না করেও কৃষি অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর কার্যাবলি নিম্নরূপ—

1. **নীতিমালা প্রণয়ন:** বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দেশিকা জারি করে।
2. **ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ:** প্রতি অর্থবছরে তফসিলভুক্ত ব্যাংকগুলোর জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।
3. **অবশ্যপালনীয় বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ:** ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষি খাতে বরাদ্দ করতে নির্দেশ দেয়।
4. **পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান:** স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন (Refinance) সুবিধা প্রদান করে, যাতে ব্যাংকগুলো কৃষকদের কম সুদে ঋণ দিতে পারে।
5. **সুদহার ও অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ:** কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সুদের হার ও ঋণপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
6. **তদারকি ও প্রতিবেদন ব্যবস্থা:** নিয়মিত প্রতিবেদন ও পরিদর্শনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকি করে।
7. **বিশেষ কর্মসূচি প্রবর্তন:** ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষি এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি চালু করে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি অর্থ বিতরণ না করলেও নীতিনির্ধারণ, পুনঃঅর্থায়ন এবং তদারকির মাধ্যমে কৃষি অর্থায়ন ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করে।

প্রশ্ন-২৮। বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নে ব্যাংকের গুরুত্ব কত?

বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নে ব্যাংকগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তাদের গুরুত্ব নিম্নরূপ বর্ণনা করা হলো:

1. **প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করা :** বীজ, সার, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য কৃষি প্রয়োজনীয়তা কেনার জন্য ব্যাংকগুলি কৃষকদের ঋণ প্রদান করে।
2. **আধুনিকীকরণ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সহায়ক :** তারা নতুন প্রযুক্তি এবং পদ্ধতির অর্থায়নে সহায়তা করে যা চাষের দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা উন্নত করে।
3. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :** ব্যাংক থেকে ঋণ কৃষকদের শস্য ব্যর্থতা বা বাজারের ওঠানামার মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে।
4. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা :** কৃষিকে সহায়তা করে, ব্যাংকগুলি বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।
5. **উন্নয়নে ভূমিকা রাখা :** ব্যাংক ঋণ কৃষকদের ফসলের বৈচিত্র্য আনতে, নতুন চাষের কৌশল ব্যবহার করতে এবং মূল্য সংযোজন কৃষি কার্যক্রমে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করতে পারে।
6. **অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি :** ব্যাংকগুলি বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে, এমনকি প্রত্যন্ত বা ছোট আকারের কৃষকদের কাছেও অর্থ অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।

সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষকদের অর্থনৈতিক মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং কৃষি খাতের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যাংকগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-২৯। কৃষি অর্থায়নে মনিটরিং এবং পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব কী? বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষিঋণ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য কী ?

অথবা, কৃষিঋণ পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব উল্লেখ কর। BPE-97th।

অথবা ঋণ আদায়ের গুরুত্ব উল্লেখ করুন। BPE-7th

কৃষি অর্থায়নে মনিটরিং এবং পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব:

১. তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা : মনিটরিং নিশ্চিত করে যে ঋণগুলি কৃষি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।
২. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা : ঋণ পরিশোধ না করার মতো সম্ভাব্য ঝুঁকি শনাক্তকরণ ও পরিচালনায় সহায়তা করে।
৩. লোন পারফরম্যান্স উন্নত করা : নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের হার এবং আর্থিক স্বাস্থ্য ভালো হয়।
৪. দায়িত্বশীল ঋণ প্রদানকে উৎসাহিত করা : নিশ্চিত করে যে ব্যাংকগুলো দায়িত্বশীলভাবে ঋণ দেয় এবং কৃষকরা তাদের উপায়ে ঋণ নেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য:

মূল উদ্দেশ্য হল ব্যাংকগুলি প্রদত্ত কৃষি ঋণ কার্যকরভাবে কৃষি খাতে সহায়তা করছে তা নিশ্চিত করা। এর মধ্যে রয়েছে:

১. নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিত করা: ব্যাংকগুলি কৃষি ঋণের জন্য নির্ধারিত নীতি এবং নির্দেশিকা অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করা।
২. কার্যকারিতা পর্যালোচনা: এই ঋণগুলি কীভাবে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকদের কল্যাণে অবদান রাখে তা মূল্যায়ন করা।
৩. টেকসই কার্যক্রমের প্রসার: পরিবেশগতভাবে টেকসই এবং লাভজনক চাষাবাদ অনুশীলনকে সমর্থন করতে ব্যাংকগুলিকে উৎসাহিত করা।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য দেশের কৃষি ও অর্থনীতিতে সহায়তার জন্য কৃষি অর্থায়নের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানো।

প্রশ্ন-৩০। বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে ব্যাংকিং খাত দ্বারা কৃষি অর্থায়ন পর্যবেক্ষণ করে?

বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের কৃষি অর্থায়ন পর্যবেক্ষণ করে:

১. নীতিমালা নির্ধারণ: এটি কীভাবে ব্যাংকগুলিকে কৃষি খাতে ঋণ দিতে হবে তার জন্য নিয়ম ও প্রবিধান স্থাপন করে।
২. ঋণ প্রদান কার্যক্রম মনিটরিং: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের ঋণের প্রয়োজনীয় অংশ কৃষিতে বরাদ্দ করছে কিনা তা ব্যাংক চেক করে।
৩. প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা: ব্যাংকগুলি তাদের কৃষি ঋণের উপর নিয়মিত প্রতিবেদন জমা দেয়, যা বাংলাদেশ ব্যাংক সম্মতি এবং কার্যকারিতার জন্য পর্যালোচনা করে।
৪. অন-সাইট পরিদর্শন : মাঝে মাঝে, বাংলাদেশ ব্যাংক কীভাবে ঋণ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তারা উদ্ভিদ প্রাপকদের উপকার করছে কিনা তা যাচাই করার জন্য মাঠ পরিদর্শন করে।
৫. সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা : এটা নিশ্চিত করে যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিকসহ সব ধরনের কৃষকের জন্য ঋণ অ্যাক্সেসযোগ্য।
৬. ফলাফল পর্যালোচনা: বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যায়ন করে কিভাবে এই ঋণগুলি কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকদের জীবিকাকে প্রভাবিত করেছে।

এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে, বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করে যে কৃষি অর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং কার্যকরভাবে কৃষি খাতকে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-৩১। কৃষি ঋণ নীতি ও প্রোগ্রামের আওতায় কৃষি অর্থায়নের খাত এবং উপখাতগুলো কী কী? এই খাত এবং উপখাতের ঋণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করুন। BPE-98th.

কৃষি অর্থ কৃষির বিভিন্ন দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিভিন্ন সেক্টর এবং সাব সেক্টরকে কভার করে:

প্রধান সেক্টর:

১. **শস্য উৎপাদন** : শস্য, শাকসবজি, ফল এবং অন্যান্য গাছপালা সহ ক্রমবর্ধমান ফসলের জন্য অর্থায়ন।
২. **পশুসম্পদ** : গরু, ছাগল, মুরগির মতো পশু লালন-পালনের জন্য অর্থায়ন, দুধ, মাংস, ডিম এবং অন্যান্য পণ্য।
৩. **মৎস্যসম্পদ** : মাছ চাষ ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য সহায়তা।
৪. **বনায়ন** : কাঠ এবং অ-কাঠজাত পণ্য সহ বন ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থায়ন।

উপসেক্টর:

১. **খামারের সরঞ্জাম** : ট্রাক্টর, হারভেস্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির জন্য ঋণ।
২. **বীজ এবং সার** : বীজ, সার, কীটনাশক এবং অন্যান্য উপকরণ কেনার জন্য অর্থায়ন।
৩. **সেচ** : সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থায়ন।
৪. **স্টোরেজ এবং প্রসেসিং** : স্টোরেজ সুবিধা এবং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট নির্মাণের জন্য ঋণ।
৫. **বিপণন ও বিতরণ** : কৃষি পণ্য পরিবহন ও বিক্রয়ের জন্য অর্থায়ন।

এই সেক্টর এবং সাব-সেক্টরগুলি ব্যাপক আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করে কৃষি খাতে বিস্তৃত ক্রিয়াকলাপ এবং প্রয়োজনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কৃষি অর্থায়নে খাত ও উপ-খাতভিত্তিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা:

১. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি**: ফসল উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য ও বনায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদান করে, যা উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
২. **আধুনিকায়ন**: কৃষি সরঞ্জাম কেনার সুযোগ করে দেয়, যা কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও শ্রম কমাতে সাহায্য করে।
৩. **টেকসই উন্নয়ন**: সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে, যা পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং জমির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে।
৪. **গুণগত মান উন্নয়ন**: সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমাতে এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে গুদাম ও প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের জন্য অর্থায়ন প্রদান করে।
৫. **বাজার সংযোগ**: বিপণন ও বিতরণের জন্য ঋণ সহায়তা দেয়, যা কৃষকদের বৃহত্তর বাজারে প্রবেশ করতে এবং আয় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

এই লক্ষ্যভিত্তিক অর্থায়ন খাদ্য সরবরাহ স্থিতিশীল করে, গ্রামীণ জীবিকা উন্নত করে এবং কৃষি খাতের বৈচিত্র্যময় চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন-৩২: কৃষি ঋণ বিতরণের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী? কৃষি অর্থায়নের পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির পার্থক্য:

প্রক্রিয়া: এটি কৃষকদের ঋণ প্রদানের ধাপ বা প্রক্রিয়াগুলোকে বোঝায়। এর মধ্যে আবেদন জমা, নথিপত্র যাচাই, ঋণ অনুমোদন, এবং তহবিল বিতরণ অন্তর্ভুক্ত।

পদ্ধতি: এটি কৃষি অর্থায়ন প্রদানের বিভিন্ন উপায় বা কৌশলকে বোঝায়। সাধারণ কিছু পদ্ধতি হলো:

১. **সরাসরি ঋণ প্রদান**: ব্যাংক সরাসরি কৃষক বা কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় ঋণ প্রদান করে।

2. **গ্রুপভিত্তিক অর্থায়ন:** একদল কৃষককে একত্রে ঋণ প্রদান করা হয়, যেখানে প্রত্যেক সদস্য ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি দেয়।
3. **চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ:** নির্দিষ্ট ক্রেতার সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ প্রদান করা হয়, যেখানে পূর্বনির্ধারিত মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রির বাধ্যবাধকতা থাকে।
4. **মাইক্রোফাইন্যান্স:** ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য ছোট ঋণ প্রদান করা হয়।
5. **সরকারি ভর্তুকিযুক্ত ঋণ:** সরকারী সহায়তায় কম সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়।

প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কৃষি খাতের বিভিন্ন প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করে।

প্রশ্ন-৩৩। বাংলাদেশে কৃষি ও খামার খাতে অর্থায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক নীতিগুলি আলোচনা কর। অথবা, বাংলাদেশের কৃষি ও ফার্ম সেক্টরে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কী ধরনের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে থাকে? BPE-6th.

বাংলাদেশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক নীতি কৃষি ও খামার খাতের অর্থায়নকে নির্দেশ করে:

১. **ঋণ ব্যবস্থা :** বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে মোট ঋণের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ কৃষির জন্য বরাদ্দ করার নির্দেশ দেয়।
২. **পুনঃঅর্থায়ন স্কিম :** বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংককে কৃষি ঋণের জন্য পুনঃঅর্থায়নের প্রস্তাব দেয় তাদের এই খাতে আরও ঋণ দিতে উৎসাহিত করে।
৩. **সুদের হার:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃষি ঋণের জন্য সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করে যাতে সেগুলি কৃষকদের জন্য সাশ্রয়ী হয়।
৪. **ঋণ পুনঃনির্ধারণ এবং মওকুফ নীতি :** সমস্যাগুলির সম্মুখীন কৃষকদের জন্য, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধের পুনঃনির্ধারণ বা এমনকি ঋণ মওকুফ করার বিধান রয়েছে।
৫. **নীতি শিথিলকরণ :** বাংলাদেশে কৃষি ঋণ নীতিমালা সাধারণত ছোট এবং প্রান্তিক কৃষকদের জন্য নমনীয়ভাবে গঠন করতে সহায়তা করে।
৬. **বিশেষায়িত ঋণ কর্মসূচি :** নির্দিষ্ট কৃষি কার্যক্রম বা উদ্ভাবনের জন্য ঋণ কর্মসূচির প্রবর্তন করে।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য কৃষি খাতের জন্য পর্যাপ্ত, সাশ্রয়ী এবং অ্যাক্সেসযোগ্য আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রশ্ন-৩৪: Covid-19 পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ (ACD) কর্তৃক প্রদত্ত নীতি সহায়তা আলোচনা করুন। BPE-96th.

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ (এসিডি) কৃষি খাতকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদান করেছে।

১. **ঋণ পুনঃনির্ধারণ :** বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকদেরকে ঋণ পরিশোধের জন্য জরিমানা ছাড়াই পুনঃনির্ধারণ করার অনুমতি দেয় ও ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করে দেয়।
২. **সুদের হার হ্রাস :** কৃষকদের আর্থিক বোঝা কমাতে কৃষি ঋণের সুদের হার কমানো হয়েছে।
৩. **প্রণোদনা প্যাকেজ:** কৃষি খাতে ক্রমাগত ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করতে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ চালু করা হয়েছে।
৪. **ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি:** ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, কৃষকদের দ্রুত পরিশোধের চাপ কমিয়েছে।
৫. **নমনীয় ঋণ প্রদান পদ্ধতি:** কৃষক এবং কৃষি ব্যবসার জন্য ঋণের জন্য যোগ্যতা অর্জন করা সহজ করে তুলেছে।

৬. **অধিক অর্থ বরাদ্দ:** মহামারী চলাকালীন বিশেষত কৃষি অর্থায়নের জন্য অতিরিক্ত তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে।

এই পদক্ষেপগুলি কোভিড-19 মহামারী দ্বারা আনা আর্থিক চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে কৃষক এবং কৃষি খাতকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ছিল।

প্রশ্ন-৩৫: Covid-19 সময়কালে CMSMEs (কটেজ, মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ) এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ নীতি সহায়তা নিয়ে আলোচনা করুন। BPE-96th।

কোভিড-19 সময়কালে, বাংলাদেশ ব্যাংক কুটির, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সিএমএসএমই) অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য বিশেষ নীতি সহায়তা বাস্তবায়ন করেছে। অর্থনীতিতে CMSME-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং মহামারীর প্রভাবের প্রতি তাদের দুর্বলতাকে স্বীকৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেশ কিছু ব্যবস্থা চালু করেছে:

১. **পুনঃঅর্থায়ন স্কিম :** CMSME-কে কম খরচে ঋণ প্রদানের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়েছিল যাতে তাদের অপারেশন টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তারল্য থাকে।
২. **ঋণ কিস্তি সাময়িক স্থগিত :** ব্যবসায়িকদের নগদ প্রবাহের বাধা মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য ঋণ পরিশোধের সাময়িক স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল।
৩. **সর্বোচ্চ সুদহার নির্ধারণ:** CMSME-কে নতুন ঋণের জন্য সুদের হার ধারের খরচ কমাতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল।
৪. **ঋণ জামানত সহায়তা কর্মসূচি:** সিএমএসএমই-কে ঋণ দিতে ব্যাংকগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য, একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ঋণদাতাদের জন্য ঝুঁকি হ্রাস করে।

এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ধাক্কা কমানো, কর্মসংস্থান বজায় রাখা এবং CMSME সেক্টরকে স্থিতিশীল করা, যা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-৩৬: পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রামের আওতায় নারী উদ্যোগ উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান উদ্যোগগুলো কী কী? BPE-96th।

বাংলাদেশ ব্যাংক তার পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রামের অধীনে একাধিক টার্গেটেড উদ্যোগের মাধ্যমে নারী উদ্যোগের উন্নয়নে সক্রিয় রয়েছে। অর্থের সরবরাহ বাড়ানো এবং মহিলা উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মূল উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. **স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি:** বাংলাদেশ ব্যাংক মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য তুলনামূলক কম সুদে ঋণ প্রদানের জন্য একটি নীতিমালা প্রস্তুত করে ছিল।
২. **সুদ হ্রাস করণ :** শুধু নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সুদের হারে বিভিন্ন ভর্তুকি প্রদান করে ঋণের খরচ কমাতে এবং আরও বেশি নারীকে আর্থিক পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে।
৩. **জামানত প্রয়োজনীয়তা শিথিলকরণ :** নারী উদ্যোক্তাদা সহজে ঋণ প্রাপ্তির জন্য তাদের জামানত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা সহজ করা।
৪. **সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচী প্রনয়ন:** নারীদের ব্যবসায়িক দক্ষতা, আর্থিক সফলতা এবং উদ্যোক্তা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচীর আয়োজন করা।
৫. **অগ্রাধিকারভিত্তিক ঋণ কোটা সংরক্ষণ করা:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ ক্রেডিট কোটা বরাদ্দ করা নিশ্চিত করা যে ঋণের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ নারী-মালিকানাধীন ব্যবসার দিকে পরিচালিত হয়।

এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করা, তাদেরকে অর্থনীতিতে আরও উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে এবং আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম করা।

প্রশ্ন-৩৭: নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে গৃহীত আরও পদক্ষেপ উল্লেখ করুন। BPE-96th।

নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য উপকারী হতে পারে এমন আরও পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে:

১. **পুঁজি বাড়াতে সহায়তা** : নারী-নেতৃত্বাধীন ব্যবসার জন্য তহবিল সংগ্রহে অনুকূল শর্তাবলী সহ পুঁজিতে সহজ অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা।
২. **দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা**: প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং সহজেই যেকোনো পণ্যের বাজারে প্রবেশের উপর ফোকাস করে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শদান করা।
৩. **মেলায় প্রবেশাধিকার বাড়ানো**: বাণিজ্য মেলা, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই নারী উদ্যোক্তা এবং সম্ভাব্য বাজারের মধ্যে সংযোগ সহজতর করা।
৪. **নীতি সংস্কার** : সমান সম্পত্তি অধিকার, উত্তরাধিকার আইন, এবং বৈষম্য বিরোধী ব্যবস্থা সহ উদ্যোক্তাদের লিঙ্গ সমতাকে উৎসাহিত করে এমন নীতিগুলি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করা।
৫. **শিশু যত্নে সহায়তা** : নারী উদ্যোক্তাদের জন্য শিশু যত্ন পরিষেবা প্রদান বা ভর্তুকি দেওয়া, যাতে তারা আরও কার্যকরভাবে পারিবারিক দায়িত্বের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিশ্রুতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন এবং সাফল্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে পারে, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলে।

প্রশ্ন-৩৮: প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন? এসব সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলো কী কী?

প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সম্মুখীন হওয়া সমস্যাসমূহ:

- **জামানতের অভাব**: অনেকেরই ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে না।
- **জটিল প্রক্রিয়া**: ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়া বেশ জটিল এবং সময়সাপেক্ষ হতে পারে।
- **উচ্চ সুদের হার**: ক্ষুদ্র পর্যায়ের কৃষকদের জন্য এটি প্রায়ই সাধ্যের বাইরে থাকে।
- **সীমিত সুযোগ**: অনেক কৃষক প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন, যেখানে ব্যাংকিং সেবা খুবই সীমিত।
- **নিম্ন আর্থিক সাক্ষরতা**: আর্থিক সেবা এবং এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে কৃষকদের বোঝাপড়া বা ধারণার অভাব।

এসব সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান:

- **ক্ষুদ্রঋণের (মাইক্রোফাইন্যান্স) বিকল্প**: জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- **সহজতর ঋণ প্রক্রিয়া**: ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ এবং কৃষকবান্ধব করে তোলা।
- **সরকারি ভর্তুকি**: ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে ঋণের সুদের হার হ্রাস করা।
- **মোবাইল ব্যাংকিং সেবা**: প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলগুলোতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা।
- **আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচি**: অর্থায়ন এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে কৃষকদের শিক্ষিত ও সচেতন করা।

এসব সমাধানের সফল বাস্তবায়ন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ আরও সহজে ও কার্যকরভাবে পেতে সাহায্য করতে পারে।

প্রশ্ন-৩৯: আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বলতে কী বোঝ? দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতিগত ব্যবস্থা আলোচনা কর।

অথবা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি BPE-7th

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি মানে নিশ্চিত করা যে ব্যক্তি এবং ব্যবসার তাদের প্রয়োজনীয় এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে যা তাদের চাহিদা পূরণ করে যেমন লেনদেন, অর্থপ্রদান, সঞ্চয়, ক্রেডিট এবং বীমা। বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য, বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে:

১. **মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস:** প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের কাছে পৌঁছাতে মোবাইল ব্যাংকিংকে উৎসাহিত করা।
২. **এজেন্ট ব্যাংকিং:** মৌলিক ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের জন্য অনুন্নত এলাকায় ব্যাংকিং এজেন্ট স্থাপন করা।
৩. **ক্ষুদ্রঋণ :** সহায়ক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান যারা ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকিং-এর অ্যাক্সেস নেই তাদের ছোট ঋণ প্রদান করে।
৪. **সবার জন্য ঋণ সুবিধা:** ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য উপযোগী ঋণ পণ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে।
৫. **আর্থিক সাক্ষরতা প্রোগ্রাম :** আর্থিক পরিষেবা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে লোকদের শিক্ষিত করার জন্য প্রোগ্রাম পরিচালনা করা।
৬. **নারী ব্যাংকিং সেবা:** আর্থিক পরিষেবাগুলিতে মহিলাদের প্রবেশাধিকার বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য সকলের জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক পরিষেবাগুলিকে আরও সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করে তোলা।

প্রশ্ন-৪০: কীভাবে "কৃষকের ১০-টাকা অ্যাকাউন্ট" আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে? BPE-97th

বাংলাদেশে "কৃষকের ১০-টাকা অ্যাকাউন্ট" গ্রামীণ কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উদ্যোগটি কৃষকদের মাত্র ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে দেয় যা আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশের বাধাকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। ভূমিকা সমূহ নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. **ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়ার সক্ষমতা:** আগে অ্যাকাউন্ট খোলার ফি বেশি থাকার কারণে কৃষকরা ব্যাংকিং সেবা, সংরক্ষণ ক্ষমতা ও ঋণ সুবিধা পেত না। এখন তারা সহজেই এসব সুবিধা নিতে পারে।
২. **সঞ্চয়ে অনুপ্রাণিত করে:** এটি কৃষকদের মধ্যে টাকা সঞ্চয় সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে, তাদের আর্থিক নিরাপত্তা এবং স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রাখে।
৩. **ঋণ পাওয়ার সুযোগ:** একটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে, কৃষকরা যুক্তিসঙ্গত হারে আনুষ্ঠানিক ক্রেডিট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, আনুষ্ঠানিক, উচ্চ-মূল্যের ঋণের উপর তাদের নির্ভরতা হ্রাস করে।
৪. **আর্থিক সাক্ষরতা :** প্রোগ্রামটি প্রায়ই আর্থিক শিক্ষার সাথে আসে, যা কৃষকদের সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ঋণ সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
৫. **সরকারী সুবিধা :** এটি সরকারী ভর্তুকি এবং সহায়তার সরাসরি স্থানান্তরকে সহজতর করে এবং দক্ষ বিতরণ নিশ্চিত করে।

সামগ্রিকভাবে, "কৃষকের ১০-টাকা অ্যাকাউন্ট" বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষি খাতের আর্থিক ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-৪১: এজেন্ট ব্যাংকিং কি? এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের গুণাবলী ও কুফল আলোচনা কর। BPE-97th.

এজেন্ট ব্যাংকিং হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ব্যাংকগুলি এজেন্টদের ব্যবহার করে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের জন্য যেখানে তাদের শাখা নেই। এই এজেন্টরা দোকান বা ব্যাংকের পক্ষে ব্যাংকিং লেনদেন করার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তি হতে পারে।

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের সুবিধা:

১. **সহজলভ্যতা :** প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের জন্য ঋণ অ্যাক্সেস করা সহজ করে তোলে।
২. **সুবিধা :** কৃষকদের ব্যাংক শাখায় বেশি দূর যেতে হবে না।
৩. **তাৎক্ষণিক সেবা:** ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করে এবং গতি বাড়ায়।

৪. **কম খরচ** : ব্যাংক এবং ঋণগ্রহীতা উভয়ের জন্যই লেনদেনের খরচ কমায়ে।

অপকারিতা:

১. **স্বল্প পরিসরের সেবা**: এজেন্টরা একটি ব্যাংক শাখায় প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিষেবা অফার নাও করতে পারে।
২. **জালিয়াতির ঝুঁকি** : জালিয়াতি বা অব্যবস্থাপনার একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি আছে।
৩. **এজেন্টদের উপর নির্ভরশীলতা** : পরিষেবার গুণমান এজেন্টের নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতার উপর অনেক বেশি নির্ভর করে।
৪. **প্রশিক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান** : কার্যকর প্রশিক্ষণ এবং এজেন্টদের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন, যা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

প্রশ্ন-৪২: কেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এজেন্ট ব্যাংকিং দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে? BPE-97th.

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবধান পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রামীণ বাংলাদেশে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই মডেলটি স্থানীয় দোকানদারদের মত এজেন্টদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং পরিষেবাগুলিকে প্রসারিত করে যেখানে ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকের শাখা দুস্ত্রাপ্য বা অস্তিত্বহীন। এখানে কেন এটি সমৃদ্ধ হচ্ছে:

১. **প্রবেশাধিকার** : এটি গ্রামীণ মানুষের বাড়ির কাছেই ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়। ফলে আর্থিক লেনদেন করা সহজ ও সুবিধাজনক হয়।
২. **সহজে সেবা পায়** : ব্যাংকগুলির তুলনায় এজেন্ট ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের নিকটবর্তী হওয়ায় সহজে সেবা পায় সহজেই ব্যাংকিং সেবা পেতে পারে।
৩. **কম খরচ** : এটি গ্রামীণ বাসিন্দাদের জন্য সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে দূরবর্তী ব্যাংকের শাখাগুলিতে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে।
৪. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি** : এটি আমানত, উত্তোলন, রেমিট্যান্স, এবং ঋণ পরিশোধের মতো পরিষেবাগুলি অফার করে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যাংকবিহীন জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৫. **ক্ষমতা বৃদ্ধি**: ব্যাংকিং পরিষেবাগুলিতে সহজে অ্যাক্সেসের সুবিধা দিয়ে, এটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়ন করে, তাদের অর্থনৈতিক মঙ্গল ও উন্নয়নে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-৪৩. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত "বর্গাচাষীদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি" ব্যাখ্যা করুন। এই কর্মসূচিতে উল্লেখিত সুদের হারের সাথে কি আপনি একমত? কারণসহ আলোচনা করুন। BPE-98th.

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত "বর্গাচাষীদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি"-এর মূল উদ্দেশ্য হলো সেইসব বর্গাচাষীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, যাদের সাধারণত জামানতের অভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পেতে সমস্যা হয়। এই কর্মসূচির আওতায়, বর্গাচাষীরা জমি বা অন্য কোনো সম্পদ জামানত হিসেবে প্রদান ছাড়াই কৃষি কাজের জন্য ঋণ নিতে পারেন। এই কর্মসূচিতে সাধারণত তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টির প্রয়োজন হয় এবং এটি বর্গাচাষীদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে তারা উন্নত উপকরণ ও কৃষিকাজে বিনিয়োগ করতে পারেন, যার ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি পায়।

এই কর্মসূচির সুদের হারের বিষয়ে একমত হওয়া বা না হওয়া বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:

- **সাধের মধ্যে থাকা (Affordability)**: সুদের হার এমন হওয়া উচিত যা বর্গাচাষীদের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে।
- **টেকসইতা (Sustainability)**: এটি ব্যাংকের খরচ মেটানোর মতো হতে হবে, যাতে কর্মসূচির টেকসইতা নিশ্চিত হয়।
- **তুলনামূলক বিশ্লেষণ**: এই হারটিকে অন্যান্য সহজলভ্য কৃষি ঋণের বিকল্পগুলোর সাথে তুলনা করে এর প্রতিযোগিতামূলক দিকটি মূল্যায়ন করা উচিত।

পরিশেষে, কর্মসূচির সাফল্য নির্ভর করে বর্গাচাষীদের সামর্থ্য এবং ব্যাংকের জন্য কর্মসূচির আর্থিক কার্যকারিতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর।

প্রশ্ন-৪৪. ফসল পঞ্জিকা (crop calendar) এবং ঋণের মানদণ্ড (credit norms) বলতে কী বোঝেন? BPE-96th.

অথবা, ফসল পঞ্জিকা কী? BPE-7th

ফসল পঞ্জিকা হলো একটি সময়সূচি যা কৃষকরা ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত কাজগুলোর পরিকল্পনা করতে ব্যবহার করেন। এতে ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপের সময় অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন কখন জমি প্রস্তুত করতে হবে, বীজ বপন করতে হবে, সার দিতে হবে, সেচ দিতে হবে এবং ফসল কাটতে হবে। পঞ্জিকাটি প্রতিটি ফসলের সুনির্দিষ্ট চাহিদা এবং স্থানীয় জলবায়ু পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এটি কৃষকদের তাদের কৃষি কার্যক্রমকে সর্বোত্তম করতে এবং ফসলের ফলন বাড়াতে সাহায্য করে।

কৃষিতে **ঋণের মানদণ্ড** বলতে কৃষকদের ঋণ দেওয়ার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকা বা নিয়মকানুনকে বোঝায়। এই মানদণ্ডগুলোতে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধের সময়সূচি এবং অন্যান্য শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলো সাধারণত ফসলের ধরন, উৎপাদন খরচ, সম্ভাব্য ফলন এবং বাজার মূল্যের মতো বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। ঋণের মানদণ্ড এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে কৃষকরা তাদের কৃষি কাজের প্রয়োজনে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ অর্থ পান।

প্রশ্ন-৪৫. 'ভূমিহীন' এবং 'প্রান্তিক' কৃষকের সংজ্ঞা দিন। আমরা কীভাবে এই গোষ্ঠীগুলোকে এমনভাবে অর্থায়ন করতে পারি যা তাদের এবং আর্থিক সংস্থা উভয়ের জন্যই উপযুক্ত?

'ভূমিহীন' কৃষক হলেন তারা যাদের নিজস্ব কোনো কৃষি জমি নেই। তারা অন্যের খামারে কাজ করতে পারেন অথবা জীবিকার জন্য অন্যান্য কাজের ওপর নির্ভর করতে পারেন। অন্যদিকে, **'প্রান্তিক' কৃষকদের** খুব সামান্য পরিমাণ জমি থাকে, সাধারণত এক একরের চেয়েও কম। পর্যাপ্ত আয়ের জন্য তাদের জমির পরিমাণ খুবই নগণ্য।

এই গোষ্ঠীগুলোকে উপযুক্ত উপায়ে অর্থায়নের উপায়গুলো হলো:

- **ক্ষুদ্রঋণ (Microfinance):** তাদের সীমিত আর্থিক চাহিদা এবং পরিশোধের ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছোট অঙ্কের ঋণ প্রদান।
- **গোষ্ঠীভিত্তিক ঋণ (Group Lending):** একটি গোষ্ঠীকে বা দলকে ঋণ প্রদান, যেখানে সদস্যরা যৌথভাবে একে অপরের ঋণের গ্যারান্টি দেয়।
- **নমনীয় পরিশোধ পরিকল্পনা:** তাদের আয়ের ধরন অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের কাঠামো তৈরি করা, যেমন ফসল কাটার পরে ঋণ পরিশোধের সুযোগ দেওয়া।
- **প্রশিক্ষণ ও সহায়তা:** আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ কৃষি কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা।
- **সরকারি ভর্তুকি ও অনুদান:** এই গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্য করে ভর্তুকিযুক্ত ঋণ বা অনুদান প্রদান করা।

এই পদ্ধতিগুলো ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষকদের জন্য অর্থায়ন সহজলভ্য ও পরিচালনাযোগ্য করতে সাহায্য করতে পারে, পাশাপাশি আর্থিক সংস্থাগুলোর জন্যও নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-৪৬. শস্য গুদামজাতকরণ ঋণ (Grain storage credit) এবং বিপণন ঋণের (Marketing credit) গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th.

শস্য গুদামজাতকরণ ঋণ:

- **ফসল কাটার পরবর্তী ক্ষতি হ্রাস:** শস্য সঠিকভাবে সংরক্ষণে সাহায্য করে, যার ফলে অপচয় কমে।
- **মান বজায় রাখা:** সময়ের সাথে সাথে শস্যের গুণগত মান সংরক্ষিত হওয়া নিশ্চিত করে।

- **আয় স্থিতিশীলকরণ:** দাম অনুকূলে থাকলে কৃষকদের তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সুযোগ দেয়।

বিপণন ঋণ:

- **উন্নত বাজার সুবিধা:** পরিবহন ও বিতরণের জন্য তহবিলের জোগান দেয়।
 - **ভালো দাম প্রাপ্তি:** কৃষকদের বৃহত্তর বাজারে পৌঁছাতে এবং মধ্যস্থতাকারীদের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে।
 - **দক্ষ বিক্রয় প্রক্রিয়া:** প্যাকেজিং এবং অন্যান্য বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা করে, যা আয়ের সম্ভাবনা বাড়ায়।
- একত্রে, এই ঋণগুলো কৃষকদের তাদের উৎপাদিত পণ্য দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে, আয় স্থিতিশীল করতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে ক্ষমতায়ন করে।

প্রশ্ন-৪৭. কৃষি অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো কীভাবে কৃষকদের জন্য সহজলভ্যতা তৈরি করে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে? (বিপিই-৯৯তম)

কৃষকদের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি অর্থায়নের প্রভাব:

কৃষি অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো, যেমন- ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) এবং সমবায় সমিতিগুলো ঋণের সহজলভ্যতা উন্নত করে এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের সহজলভ্যতা:

1. **মূলধনের প্রাপ্যতা:** কৃষকদের বীজ, সার এবং সরঞ্জামের মতো উপকরণগুলো কিনতে সক্ষম করে।
2. **নিম্ন সুদের হার:** মহাজনদের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বেশ সস্তা।
3. **সহজ ঋণের শর্তাবলী:** কিছু ব্যাংক জামানতবিহীন ঋণ এবং নমনীয় পরিশোধের বিকল্প অফার করে।
4. **বিস্তৃত পরিসর:** ক্ষুদ্রঋণসহ বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচিগুলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে পৌঁছায়।

কৃষকদের ওপর অর্থনৈতিক প্রভাব:

1. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** ঋণের সুবিধা কৃষকদের আধুনিক কৃষি কৌশল গ্রহণে সাহায্য করে, যা ফলন বাড়ায়।
2. **আয় বৃদ্ধি:** উচ্চ উৎপাদনের ফলে বিক্রয় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়।
3. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** মৌসুমি শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যা গ্রামীণ বেকারত্ব হ্রাস করে।
4. **দারিদ্র্য হ্রাস:** আয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি ঘটায়।

প্রশ্ন-৪৮. জেলা কৃষি ঋণ কমিটি (BPE-99th.)

লিড ব্যাংক (Lead Bank) ব্যবস্থার অধীনে মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণের সমন্বয় ও তদারকিতে জেলা কৃষি ঋণ কমিটি (DACC) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জেলার জেলা প্রশাসক (DC) এর সভাপতি হিসেবে কাজ করেন এবং একটি নির্ধারিত লিড ব্যাংক এর সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকে। কমিটি কৃষি অর্থায়নে কার্যকর ঋণ বিতরণ, আদায় এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। ঋণ বিতরণ তদারকি করা, বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করা এবং কৃষকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, গ্রামীণ ঋণ কার্যক্রম উন্নত করার জন্য বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকগুলোও এই কমিটিতে অংশগ্রহণ করে।

প্রশ্ন-৪৯. কৃষি ঋণ মনিটরিং বা তদারকি (BPE-99th.)

কৃষি ঋণ তদারকি ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে। বাংলাদেশ ব্যাংক তিন স্তরের একটি তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে:

1. **কেন্দ্রীয় মনিটরিং (বাংলাদেশ ব্যাংক):** ব্যাংকগুলো থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহ করে এবং পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

2. **ব্যাংক পর্যায়ের মনিটরিং:** অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো তাদের নিজেদের ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম তদারকি করে।
3. **জেলা কৃষি ঋণ কমিটি:** জেলা পর্যায়ে সমন্বয় ও তদারকি নিশ্চিত করে। নিয়মিত সভা, সরেজমিনে পরিদর্শন এবং কৃষকদের সাথে সরাসরি মতবিনিময় কাজের স্বচ্ছতা বাড়ায়। জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকগুলোকে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণে উৎসাহিত করা হয়।

প্রশ্ন-৫০. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কী কী প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়? (BPE-5th.)

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ:

1. **জামানতের অভাব:** ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রায়ই আনুষ্ঠানিকভাবে জমির মালিকানার দলিল থাকে না, তাই ব্যাংকগুলো তাদের ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে।
2. **উচ্চ লেনদেন ব্যয়:** গ্রামীণ এলাকায় ছোট ছোট ঋণ বিতরণ এবং তদারকি করার খরচ অনেক বেশি।
3. **পর্যাপ্ত আর্থিক সাক্ষরতার অভাব:** কৃষকরা অনেক সময় ঋণ প্রক্রিয়া বা ব্যাংকিংয়ের শর্তাবলি বুঝতে পারেন না।
4. **ফসলের ঝুঁকি:** আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খামার থেকে আয় অনিশ্চিত থাকে।
5. **ঋণ প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব:** ব্যাংকের প্রক্রিয়াগুলো ধীরগতির হয়, যা কৃষকদের বিরূপসাহিত করে।
6. **কাস্টমাইজড বা উপযোগী পণ্যের অভাব:** ঋণের শর্তাবলি অনেক সময় কৃষি চক্রের জন্য উপযুক্ত হয় না।
7. **গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকের শাখার সীমাবদ্ধতা:** কৃষকরা আনুষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হন।

এই সমস্যাগুলো ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তিকে সীমিত করে, যা তাদের উৎপাদনশীলতা এবং আয় কমিয়ে দেয়।

প্রশ্ন-৫১. চুক্তিভিত্তিক খামার (Contract farming)-এই নোটটি সংক্ষিপ্ত নোট করার করে .BPE-96th, BPE-98th, BPE-99th.)এর মতো উদ্ভাবনী অর্থায়ন মডেলে গ্রহণ কীভাবে কৃষি অর্থায়নের বাধাগুলো অতিক্রম করতে সাহায্য করতে পারে? (BPE 5th.)

চুক্তিভিত্তিক খামার (Contract farming) হলো একটি অত্যন্ত কার্যকর ও উদ্ভাবনী অর্থায়ন মডেল যা ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষি অর্থায়নের বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে। এই মডেলের অধীনে, একটি কোম্পানি কৃষকদের সাথে আগে থেকে নির্ধারিত মূল্যে তাদের ফসল কেনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। এই চুক্তি একটি গ্যারান্টি হিসেবে কাজ করে, যা কৃষকদের আরও সহজে ব্যাংক ঋণ পেতে সাহায্য করে।

চুক্তিভিত্তিক খামার কীভাবে বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে:

1. **পূর্বনির্ধারিত মূল্য:** কৃষকরা একটি নির্দিষ্ট মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত ক্রেতা পান, যা বাজারের ঝুঁকি কমায়।
2. **ঋণের সহজলভ্যতা:** এই চুক্তি কৃষকদের সহজে ব্যাংক ঋণ পেতে সাহায্য করে, কারণ এটি জামানত হিসেবে কাজ করে।
3. **উপকরণ সহায়তা:** কোম্পানি প্রায়ই বীজ, সার এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে।
4. **খেলাপি ঝুঁকি হ্রাস:** যেহেতু ক্রেতা ফসল ক্রয়ের নিশ্চয়তা দেন, তাই কৃষকরা সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে পারেন।
5. **ব্যাংকের উচ্চতর আস্থা:** ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি কমে যাওয়ায় ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদানে নিরাপদ বোধ করে।
6. **স্থিতিশীল আয়:** কৃষকরা আরও নিয়মিত আয় করেন, যা তাদের অর্থ আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

7. **উন্নত ঋণ ইতিহাস:** সময়মতো ঋণ পরিশোধের ফলে কৃষকদের ঋণের রেকর্ড ভালো হয়।
8. **আর্থিক শৃঙ্খলা:** কৃষকরা সঠিকভাবে অর্থ পরিচালনা করতে শেখেন, যা দীর্ঘমেয়াদী আস্থা তৈরি করে।

প্রশ্ন-৫২. কৃষি ঋণের জন্য ব্যাংকগুলোর সাধারণত কী ধরনের জামানতের প্রয়োজন হয়? (BPE-5th.)

কৃষি ঋণের সাধারণ জামানতের ধরনসমূহ:

1. **জমির দলিল:** কৃষি জমির মালিকানা বা ইজারার কাগজপত্র হলো সবচেয়ে সাধারণ জামানত।
2. **ফসল (মাঠে থাকা ফসল):** কিছু ক্ষেত্রে, ব্যাংক বর্তমান ফসলের মূল্যকে জামানত হিসেবে গ্রহণ করে।
3. **গবাদিপশু:** খামারে ব্যবহৃত গরু, ছাগল বা হাঁস-মুরগি অস্থাবর জামানত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
4. **খামারের সরঞ্জাম:** ট্রাক্টর, সেচ পাম্প এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিরাপত্তা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
5. **মজুদ পণ্য:** গুদামজাত শস্য বা উৎপাদিত পণ্য বন্ধক রাখা যেতে পারে, বিশেষ করে গুদাম অর্থায়নের ক্ষেত্রে।
6. **ব্যক্তিগত গ্যারান্টি:** ভৌত সম্পদের অভাবে, ব্যাংক তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করতে পারে।
7. **গোষ্ঠী দায়বদ্ধতা (Group Liability):** ক্ষুদ্রঋণ মডেলে, গোষ্ঠীর গ্যারান্টি প্রায়শই আনুষ্ঠানিক জামানতের বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

এগুলো ব্যাংকগুলোকে কৃষকদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-৫৩. ব্যাংকগুলো রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কীভাবে কৃষিভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করে? (BPE-5th.)

রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকগুলো যেভাবে কৃষিভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করে:

- ব্যাংকগুলো কৃষিভিত্তিক শিল্পকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং এবং মূল্য সংযোজনের জন্য স্বল্প খরচে ঋণ প্রদান করে।
- কাঁচামালের স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করতে তারা কৃষক এবং ক্রেতা উভয়কেই অর্থায়নের মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক খামারে সহায়তা করে।
- রপ্তানির জন্য পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে ব্যাংকগুলো কোল্ড স্টোরেজ বা হিমাগার এবং লজিস্টিকসে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে।
- রপ্তানিমুখী কৃষি-শিল্পগুলো বৈদেশিক মুদ্রা এবং রপ্তানি ঋণ সুবিধার অ্যাক্সেস পায়।
- ব্যাংকগুলো কৃষি উদ্যোগজাদের রপ্তানি প্রস্তুতি উন্নত করতে প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সাক্ষরতা দিয়ে সাহায্য করে।
- কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং এক্সপোর্ট ক্লাস্টারগুলোর জন্য বিশেষ স্কিম এবং পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা রয়েছে।
- কিছু ব্যাংক রপ্তানিমুখী কৃষি-প্রকল্পগুলোতে সহ-অর্থায়নের জন্য সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করে।

প্রশ্ন-৫৪. বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ কী? (BPE 5th.)

বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ:

1. **উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা:** একটি বিশাল কৃষি ভিত্তির কারণে, কৃষি-শিল্পগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং এবং মূল্য সংযোজনে প্রসারিত হতে পারে।
2. **রপ্তানির সুযোগ:** বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশি কৃষি-পণ্য যেমন ফলমূল, শাকসবজি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের চাহিদা বাড়ছে।

3. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** প্রক্রিয়াজাতকরণ, লজিস্টিকস এবং প্যাকেজিংয়ের প্রসারের সাথে সাথে এই শিল্পগুলো গ্রামীণ অঞ্চলে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।
4. **প্রযুক্তির অগ্রগতি:** আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং কোল্ড স্টোরেজ ব্যবহারের ফলে কাজের দক্ষতা বাড়ে এবং ফসল কাটার পরবর্তী অপচয় কমে।
5. **পল্লী উন্নয়ন:** কৃষি-শিল্পের প্রসারে সহায়তা বৃহত্তর পরিসরে গ্রামীণ আয়, অবকাঠামো এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।
6. **সরকারি সহায়তা:** সরকারি নীতিমালার অধীনে কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভর্তুকি, কর ছাড় এবং রপ্তানি প্রণোদনা দেওয়া হয়।
7. **বিদেশি বিনিয়োগ:** বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ মূলধন এবং বাজারের সংযোগ বৃদ্ধি করে।
8. **টেকসইতার ওপর জোর:** অর্গানিক বা জৈব পণ্য এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির ওপর ভবিষ্যতের ফোকাস বৈশ্বিক প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন-৫৫. কৃষিভিত্তিক শিল্প কী? সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিন। (BPE 5th.)

কৃষিভিত্তিক শিল্প বলতে এমন ব্যবসাসমূহকে বোঝায় যারা কৃষিজাত পণ্যকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রস্তুতকৃত পণ্য তৈরি করে। এই শিল্পগুলো ফসল, গবাদিপশু বা বনজ পণ্যের মূল্য সংযোজন করে এবং কৃষকদের আয় বাড়াতে ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

উদাহরণ:

1. **রাইস মিল:** ধান থেকে চাল তৈরি করে।
2. **ডেইরি শিল্প:** দুধ থেকে পনির, দই ইত্যাদি তৈরি করে।
3. **পাটকল:** কাঁচা পাট থেকে ব্যাগ, দড়ি এবং কাপেট তৈরি করে।
4. **মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ:** স্থানীয় এবং রপ্তানি বাজারের জন্য মাছ প্রস্তুত ও প্যাক করে।
5. **ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা:** ফল থেকে জুস, জ্যাম এবং আচার তৈরি করে।

প্রশ্ন-৫৬. চুক্তিভিত্তিক খামার (Contract farming)-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন। (BPE-6th)

1. **আনুষ্ঠানিক চুক্তি:** একজন কৃষক এবং একটি কৃষি-ব্যবসা কোম্পানি বা প্রসেসরের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি হয়, যেখানে কৃষক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফসল বা গবাদিপশু উৎপাদন করতে সম্মত হন।
2. **পূর্বনির্ধারিত মূল্য:** চাষাবাদের আগেই পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হয়, যা কৃষককে বাজারের দামের ওঠানামা থেকে রক্ষা করে এবং আয়ের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।
3. **উপকরণ ও সেবা সরবরাহ:** মানসম্মত উৎপাদন নিশ্চিত করতে চুক্তিবদ্ধ কোম্পানিটি প্রায়শই কৃষককে বীজ, সার, কীটনাশক এবং প্রযুক্তিগত নির্দেশনা প্রদান করে।
4. **নিশ্চিত বাজার:** কোম্পানিটি কৃষকের কাছ থেকে উৎপাদিত পণ্য ক্রয়ের গ্যারান্টি দেয়, যা একটি প্রস্তুত বাজার নিশ্চিত করে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দূর করে।
5. **গুণমান ও পরিমাণের বিবরণ:** চুক্তিতে পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ এবং সরবরাহের সময়সূচি সম্পর্কে স্পষ্ট শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকে।
6. **তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং:** মান বজায় রাখতে এবং উপকরণের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কোম্পানিটি চাষাবাদের সময় নিয়মিত তদারকি করে।

7. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** কৃষক এবং কোম্পানি উভয়েই উৎপাদন ও বাজারের ঝুঁকি ভাগ করে নেয়, যা কৃষকদের জন্য অনিশ্চয়তা কমায়।

প্রশ্ন-৫৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের এআরসিপিপি (ARCPP) অনুযায়ী কৃষকের সংজ্ঞা দিন। কৃষি ঋণ পাওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠিগুলো কী কী? (BPE-6th)

কৃষকের সংজ্ঞা (বাংলাদেশ ব্যাংকের ARCPP অনুযায়ী):

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচির (ARCPP) সংজ্ঞানুযায়ী, কৃষক হলেন এমন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা তাদের জীবিকা বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শস্য চাষ, গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ, বনায়ন বা কৃষি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নিয়োজিত।

এর মধ্যে নিজস্ব জমির মালিক, বর্গাচাষী, ভাড়াটে কৃষক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, নারী কৃষক এবং সমবায় সমিতির সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত, যারা সরাসরি উৎপাদন বা কৃষিভিত্তিক উদ্যোগে জড়িত।

কৃষি ঋণ পাওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি:

- **কৃষিতে সম্পৃক্ততা:** আবেদনকারীকে সরাসরি কৃষিকাজ বা কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজ যেমন শস্য, গবাদিপশু বা মৎস্য উৎপাদনে জড়িত থাকতে হবে।
- **জমির মালিকানা বা ব্যবহারের অধিকার:** কৃষকের কৃষি জমির ওপর মালিকানা, ইজারা বা বর্গা চাষের অধিকার থাকতে হবে।
- **ঋণযোগ্যতা:** ঋণ পরিশোধের ভালো রেকর্ড থাকতে হবে এবং কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণখেলাপি হওয়া যাবে না।
- **কার্যকর প্রকল্প:** ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাবিত কৃষি কার্যক্রম প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হতে হবে।
- **সঠিক পরিচিতি:** বৈধ পরিচিতি পত্র, জমির রেকর্ড, অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সমবায় সমিতির কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন-৫৮. এআরসিপিপি (ARCPP)-এর অধীনে বাংলাদেশের প্রধান কৃষি খাতগুলোর বর্ণনা দিন। বাংলাদেশ ব্যাংকের এআরসিপিপি অনুযায়ী কৃষি ঋণের খাতভিত্তিক বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করুন। (BPE-6th)

এআরসিপিপি (বাংলাদেশ ব্যাংক)-এর অধীনে বাংলাদেশের প্রধান কৃষি খাতসমূহ:

কৃষি ঋণের সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচি (ARCPP) দেশের কৃষিকে কয়েকটি প্রধান খাতে বিভক্ত করেছে। এই প্রধান খাতগুলো হলো:

1. **শস্য উৎপাদন খাত:** এই খাতের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, শাকসবজি, তৈলবীজ এবং ফলের চাষ অন্তর্ভুক্ত। এটি খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানে সরাসরি সহায়তা করে বলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়।
2. **মৎস্য খাত:** মাছ চাষ, চিংড়ি চাষ এবং হ্যাচারি উন্নয়ন এর সাথে জড়িত। পুকুর খনন, মাছের খাবার এবং অন্যান্য জলজ চাষের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়।
3. **গবাদিপশু খাত:** ডেইরি, পোল্ট্রি, গরু মোটাতাজাকরণ এবং ছাগল পালন এর অন্তর্ভুক্ত। এটি আমিষের চাহিদা মেটাতে এবং গ্রামীণ আয় বাড়াতে সাহায্য করে।
4. **বনায়ন খাত:** সামাজিক বনায়ন, নার্সারি উন্নয়ন এবং বৃক্ষরোপণ অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ু ঝুঁকি কমাতে এই খাতকে উৎসাহিত করা হয়।

5. **কৃষিভিত্তিক শিল্প খাত:** খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, কোল্ড স্টোরেজ এবং কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রকল্পগুলোকে সমর্থন করে যা মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

6. **কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি খাত:** খামার যান্ত্রিকীকরণ বাড়াতে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, সেচ পাম্প এবং সিডারের মতো কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অর্থায়ন করে।

কৃষি ঋণের খাতভিত্তিক বরাদ্দ (বাংলাদেশ ব্যাংকের ARCPP অনুযায়ী):

বাংলাদেশ ব্যাংক তার ARCPP-এর অধীনে প্রতি অর্থবছরে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উৎপাদনশীল ঋণ নিশ্চিত করতে উল্লেখিত খাতগুলোর মধ্যে কৃষি ঋণ বরাদ্দ করে:

খাত	মোট কৃষি আনুমানিক অংশ	উদ্দেশ্য/ফোকাস
শস্য খাত	৬০-৬৫%	খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
মৎস্য খাত	১০-১২%	অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় মৎস্য চাষের উন্নয়ন।
গবাদিপশু খাত	১০-১২%	ডেইরি, পোল্ট্রি এবং মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি।
কৃষিভিত্তিক শিল্প ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	৫-৭%	মূল্য সংযোজন এবং ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা।
বনায়ন ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্প	২-৩%	বৃক্ষরোপণ, নার্সারি এবং সংরক্ষণ।
কৃষি সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ	৩-৫%	যান্ত্রিকীকরণ এবং সেচ কাজে সহায়তা।

প্রশ্ন-৫৯. বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের অর্থায়নের মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জড়িত মূল পদক্ষেপগুলো কী কী? BPE-6th

বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের অর্থায়নের মূল্যায়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার মূল পদক্ষেপসমূহ:

বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক প্রকল্পগুলোর অর্থায়নে একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় যাতে প্রকল্পটি সম্ভাবনাময়, লাভজনক এবং টেকসই হয়। এর প্রধান ধাপগুলো হলো:

- ১. ঋণের আবেদন:** উদ্যোক্তা বা কৃষক প্রস্তাবিত কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণসহ ব্যাংকে একটি আনুষ্ঠানিক ঋণের আবেদন জমা দেন।
- ২. প্রাথমিক বাছাই:** প্রাথমিক শর্ত পূরণ হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে ব্যাংক আবেদনকারীর যোগ্যতা, পটভূমি এবং ঋণ পরিশোধের ইতিহাস যাচাই করে।
- ৩. প্রকল্প মূল্যায়ন (Appraisal):** একটি বিশদ মূল্যায়ন করা হয় যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো কভার করে —
 - **প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা:** জমি, উপকরণ এবং প্রযুক্তির সহজলভ্যতা।
 - **অর্থনৈতিক এবং আর্থিক কার্যকারিতা:** ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ, লাভজনকতা এবং নগদ প্রবাহ।
 - **বাজার বিশ্লেষণ:** পণ্যের চাহিদা, সরবরাহ এবং দামের প্রবণতা।
 - **পরিবেশগত প্রভাব:** পরিবেশগত নিয়মকানুন মেনে চলা।
- ৪. জামানত মূল্যায়ন:** প্রয়োজন হলে ব্যাংক ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে দেওয়া জামানতের মূল্য এবং বৈধতা মূল্যায়ন করে।

5. **ক্রেডিট কমিটির পর্যালোচনা:** প্রস্তাবনাটি পর্যালোচনা এবং সুপারিশের জন্য ব্যাংকের ক্রেডিট কমিটিতে পাঠানো হয়।
6. **ঋণ অনুমোদন (Sanction):** অনুমোদিত হলে, ব্যাংক ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, মেয়াদ এবং পরিশোধের সময়সূচি উল্লেখ করে একটি মঞ্জুরিপত্র জারি করে।
7. **ডকুমেন্টেশন এবং চুক্তি:** আইনি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে ঋণগ্রহীতা প্রয়োজনীয় ঋণ ও নিরাপত্তার নথিপত্রে স্বাক্ষর করেন।
8. **ঋণ বিতরণ:** অনুমোদিত ঋণ প্রকল্পের অগ্রগতি এবং তহবিলের প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে এক বা একাধিক ধাপে বিতরণ করা হয়।

প্রশ্ন-৬০. বাংলাদেশে উচ্চ খেলাপির হার এবং সঠিক নথিপত্রের অভাব কীভাবে কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের অর্থায়নের টেকসইতাকে প্রভাবিত করে? BPE-6th

কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের অর্থায়নের টেকসইতার ওপর উচ্চ খেলাপির হার এবং সঠিক নথিপত্রের অভাবের প্রভাব:

1. **তহবিল পুনর্ব্যবহার হ্রাস:** উচ্চ খেলাপির হারের কারণে ব্যাংকগুলো তাদের দেওয়া ঋণ আদায় করতে পারে না, যা তাদের নতুন কৃষি প্রকল্পে পুনরায় বিনিয়োগ করার ক্ষমতাকে সীমিত করে।
2. **শ্রেণীকৃত ঋণের বৃদ্ধি:** খেলাপি ঋণের ফলে অকার্যকর বা শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়, যা ব্যাংকের কৃষি ঋণের পোর্টফোলিওকে দুর্বল করে দেয়।
3. **মুনাফা হ্রাস:** ব্যাংক তাদের প্রত্যাশিত সুদের আয় থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের বেশি প্রভিশন রাখতে হয়, যা তাদের সার্বিক মুনাফা কমিয়ে দেয়।
4. **ঋণ প্রবাহ সংকোচন:** বারবার ঋণ খেলাপি হওয়ার কারণে ব্যাংকগুলো কৃষি খাতে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষক এবং নতুন উদ্যোক্তাদের পুনরায় ঋণ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়।
5. **ঋণ তহবিলের অপব্যবহার:** দুর্বল নথিপত্রের কারণে ঋণগ্রহীতারা তহবিলের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে অনুপাদনশীল কাজে ব্যবহার করতে পারেন, যা প্রকল্পের ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়।
6. **প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো:** বর্ধিত খেলাপি হার এবং দুর্বল রেকর্ড কিপিং গ্রামীণ ঋণ কার্যক্রমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা এবং দক্ষতা হ্রাস করে।
7. **উচ্চ ঝুঁকি প্রিমিয়াম:** সম্ভাব্য ক্ষতি পুষিয়ে নিতে, ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণের ওপর সুদের হার বাড়িয়ে দিতে পারে, যা প্রকৃত ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পাওয়া কঠিন করে তোলে।

প্রশ্ন-৬১. বাংলাদেশের বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ঋণ কীভাবে অবদান রাখে? BPE-7th

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক কৃষির বিকাশ এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষি ঋণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি কৃষকদের এবং কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তাদের আধুনিক চাষাবাদ এবং কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। কৃষি ঋণের অবদান নিচে আলোচনা করা হলো:

- কৃষি ঋণ কৃষকদের বীজ, সার এবং আধুনিক সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করে কৃষি উৎপাদন বাড়ায়।
- এটি বাজার এবং রপ্তানির জন্য বড় পরিসরে উৎপাদন সমর্থন করে বাণিজ্যিক চাষাবাদকে উৎসাহিত করে।
- এটি কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে।
- কৃষি ঋণ গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং কৃষকদের আয় বাড়ায়।
- এটি ডেইরি, পোল্ট্রি এবং মৎস্য খাতের মতো কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলোকে সহায়তা করে।
- এটি গ্রামীণ অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং দারিদ্র্য হ্রাস করে।

- বর্ধিত কৃষি কার্যক্রম বাংলাদেশের জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-৬২. আপনি কি মনে করেন যে ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের (NPL) পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি ঋণ একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে? BPE-7th

হ্যাঁ, কৃষি ঋণ ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের (NPLs) বিপরীতে একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে, যদি এটি সঠিকভাবে পরিচালনা এবং তদারকি করা হয়। বাংলাদেশে কৃষি খাত কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সুসংগঠিত কৃষি অর্থায়ন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করতে পারে।

- **বৈচিত্র্যময় ঋণ পোর্টফোলিও:** কৃষি ঋণ কেন্দ্রীভূত ঝুঁকি কমাতে, কারণ ঋণগুলো অনেক ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতার মাঝে বিতরণ করা হয়।
- **নিয়মিত আয় তৈরি:** কৃষিকাজ মৌসুমি আয়ের সৃষ্টি করে, যা ঋণগ্রহীতাদের নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করতে সাহায্য করে।
- **গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** কৃষি ঋণ গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং ক্রয়ক্ষমতা বাড়ায়।
- **বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা:** পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং নীতিগত সহায়তা কৃষি অর্থায়নকে অধিকতর নিরাপদ ও সহজ করে তোলে।
- **খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা:** শক্তিশালী কৃষি উৎপাদন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং আর্থিক চাপ কমায়।
- **একক খেলাপির কম প্রভাব:** বৃহৎ কর্পোরেট ঋণ খেলাপির তুলনায় ছোট অঙ্কের কৃষি ঋণ অনেক কম ঝুঁকি তৈরি করে।

গাণিতিক সমস্যা

Q-01. A farmer receives an agricultural term loan of Tk. 200,000 for 2 years at a simple interest rate of 9% per annum.

He will repay the loan in two equal annual installments.

(a) Find the total interest.

(b) Find the amount of each annual installment.

Solution:

Given

- Principal (P) = Tk. 200,000
- Rate (r) = 9% per annum = 0.09
- Time (t) = 2 years

(a) Total Interest

$$\text{Interest} = P \times r \times t$$

$$= 200,000 \times 0.09 \times 2 = 36,000$$

$$\text{Total Interest} = \text{Tk. } 36,000$$

(b) Each Annual Installment

$$\text{Total amount to repay} = \text{Principal} + \text{Interest}$$

$$= 200,000 + 36,000 = 236,000$$

Number of installments = 2

Each Installment = $236,000 \div 2 = 118,000$

Each Annual Installment = Tk. 118,000

Q-02. An MFI disbursed Tk. 2,000,000 in agricultural loans during a year and recovered Tk. 1,750,000 by year-end.

(a) Calculate the Loan Recovery Efficiency Ratio.

(b) Did the MFI achieve its target recovery ratio of 90%?

Given

- Amount Disbursed = Tk. 2,000,000
- Amount Recovered = Tk. 1,750,000
- Target Recovery Ratio = 90%

(a) Loan Recovery Efficiency Ratio

Loan Recovery Efficiency Ratio = $\frac{\text{Amount Recovered}}{\text{Amount Disbursed}} \times 100$
 $= \frac{1,750,000}{2,000,000} \times 100 = 87.5\%$

Loan Recovery Efficiency Ratio = 87.5%

(b) Achievement of Target

Target = 90%

Actual = 87.5%

Since $87.5\% < 90\%$,

the MFI did not achieve its target recovery ratio.

Q-03. Under a Bangladesh Bank refinance scheme, a commercial bank receives funds at 2% per year and lends to farmers at 8%.

(a) Find the annual interest spread.

(b) If a farmer borrows Tk. 500,000, how much will be the bank's annual income from the spread?

Given

- Refinance rate from Bangladesh Bank = 2% per year
- Lending rate to farmers = 8% per year
- Loan amount = Tk. 500,000

(a) Annual Interest Spread

Interest Spread = Lending Rate - Refinance Rate
 $= 8\% - 2\% = 6\%$

Annual Interest Spread = 6%

(b) Bank's Annual Income from the Spread

Income = Loan Amount $\times$ Spread Rate
 $= 500,000 \times 0.06 = 30,000$

Bank's Annual Income from Spread = Tk. 30,000

কেস স্টাডি

কেস স্টাডি- ০১ :

বন্যা প্রভাবিত আলু ঋণ পুনরুদ্ধার BPE-7th

পটভূমি : রূপালী ব্যাংক শীতকালীন চাষের জন্য নীলফামারীর ৩৯০ জন আলুচাষীকে স্বল্পমোয়াদি ফসল ঋণ হিসেবে ১৪% বার্ষিক সুদ হারে টাকা ৪.৮ মিলিয়ন ঋণ বিতরণ করেছে। শর্ত ছিল যে, ফসল তোলা হলে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

সমস্যা :

— তিস্তা নদীর হঠাৎ বন্যায় প্রায় ৪০% আলুর জমি প্লাবিত হয়েছে— মাত্র ৫০% চাষি সময়মতো সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেছে

— কিছু চাষি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সুদ মওকুফের দাবি করেছে

— মধ্যস্বত্বভোগীরা নগদে আলুর কমমূল্য প্রস্তাব করেছে যা চাষিদের আয় কমিয়ে দিয়েছে

ব্যাংক গৃহীত পুনরুদ্ধারমূলক পদক্ষেপ :

— ব্যাংক মাঠ পর্যালোচনামূলক আংশিক ও সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্ত করেছে

— ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ৪৫% ঋণের জন্য ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণ পুনঃতফসিল করেছে— চাষি ও ব্যবসায়ীর মধ্যে আলোচনা সভা আয়োজন করেছে

— সামগ্রিকভাবে ফলোআপের জন্য ব্যাংক কর্তৃক মোবাইল টিম গঠন করা হয়েছে।

ফলাফল :

— চার মাসের মধ্যে টাকা ৩.৫ মিলিয়ন ঋণ আদায় করা সম্ভব হয়েছে

— চাষিরা নমনীয় ঋণ পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং পরবর্তী সিজনে ঋণ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে।

যা করতে হবে :

(ক) ঋণ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাবক উপাদান চিহ্নিত করুন।

(খ) ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করুন।

(গ) পুনরুদ্ধারের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অভিনব ও নতুন কৌশল প্রস্তাব করুন।

(ঘ) ঋণ পুনরুদ্ধারের হার ও সুদাসল বকেয়া ঋণের পরিমাণ হিসাবায়ন করুন।

উত্তর:

(ক) অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণসমূহ

অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ:

1. বন্যাপ্রবণ এলাকার দুর্বল ঝুঁকি মূল্যায়ন।
2. মৌসুমী ফসলের আয়ের উপর নির্ভরশীলতা।
3. শস্য বীমার আওতার অভাব।

বাহ্যিক কারণসমূহ:

1. বন্যায় ৪০% আলুর ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
2. মধ্যস্বত্বভোগীদের দেওয়া কম বাজারমূল্য।
3. প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষকদের আয় কমিয়ে দিয়েছে।

(খ) ব্যাংকের কার্যক্রমের কার্যকারিতা

1. মাঠ পর্যায়ের মূল্যায়নের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
2. ঋণ পুনঃতফসিল পরিশোধের চাপ কমিয়েছে।
3. গ্রেস পিরিয়ড কৃষকদের আর্থিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে।
4. ভ্রাম্যমাণ আদায়কারী দল পর্যবেক্ষণ ও আদায় উন্নত করেছে।
5. ৩৬ লক্ষ টাকা আদায় কার্যকর পদক্ষেপের প্রমাণ দেয়।

(গ) অতিরিক্ত কৌশল

1. শস্য বীমা চালু করা।
2. দুর্যোগকালীন পুনঃঅর্থায়ন সহায়তা প্রদান করা।
3. আর্থিক সাক্ষরতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

4. ন্যায্যমূল্যের জন্য চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদকে উৎসাহিত করা।

5. ডিজিটাল পরিশোধ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করুন।

(ঘ) পুনরুদ্ধারের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অভিনব ও নতুন কৌশল প্রস্তাব করুন

Interest Calculation:

Interest = $4,800,000 \times 14\% \times 6/12 = \text{Tk. } 336,000$

Total Loan with Interest:

= Tk. 5,136,000

Recovery Rate:

Recovery Rate = $\frac{3,600,000}{5,136,000} \times 100 = 70.09\%$

Outstanding Amount:

= $5,136,000 - 3,600,000 = \text{Tk. } 1,536,000$

কেস স্টাডি-০২: আবদুল রহমানের কৃষিক্ষেত্র

আবদুল রহমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার একজন ক্ষুদ্র কৃষক। তিনি দুই একর জমিতে ধান ও শাকসবজি চাষ করেন। আগাম মৌসুমের জন্য তাকে উন্নত মানের বীজ, সার, সেচ ও শ্রম খরচ মেটাতে ১,০০,০০০ টাকা প্রয়োজন। তিনি নিকটস্থ একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখায় কৃষিক্ষেত্রের জন্য আবেদন করতে যান। ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে জানান যে ঋণ পেতে হলে তাকে ঋণ আবেদনপত্র, এনআইডি, জমির কাগজপত্র এবং একজন জামিনদার জমা দিতে হবে। এই কাগজপত্র যাচাই করে ব্যাংক তাকে ১,০০,০০০ টাকার স্বল্পমেয়াদি কৃষিক্ষেত্র অনুমোদন করে। ঋণের সুদের হার ছিল ৯% সাধারণ সুদ, মেয়াদ এক বছর। রহমান ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করেন। মৌসুম শেষে তিনি স্থানীয় বাজারে ফসল বিক্রি করে ১,৫০,০০০ টাকা আয় করেন। তিনি নির্ধারিত সময়ে ঋণ ও সুদ পুরোপুরি পরিশোধ করেন। ব্যাংক তার ঋণকে সুচল ঋণ (Performing Agricultural Credit) হিসেবে নথিভুক্ত করে। পরের বছরও রহমান একই ব্যাংকে ঋণের জন্য আবেদন করেন। এবার আগের বছরের ভালো পরিশোধ ইতিহাস থাকার কারণে ব্যাংক দ্রুততার সাথে তার আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে একটি স্বল্পয় হিসাব খোলার পরামর্শ দেন এবং ফসল বীমা ও সার-বীজের মূল্য পরিশোধের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট সুবিধা সম্পর্কে ধারণা দেন।

প্রশ্ন-

১। আবদুল রহমান কোন ধরনের ঋণ পেয়েছিলেন?

২। এক বছরের শেষে রহমান কত টাকা সুদ পরিশোধ করেছেন তা হিসাব করুন।

৩। কেন রহমানের ঋণকে সুপরিচালিত (পরিচলনশীল) ঋণ বলা যায়?

৪। অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতার কাছ থেকে ঋণ না নিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে রহমান কী দুইটি সুবিধা পেয়েছেন?

৫। ভবিষ্যতে ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং ফসল বীমা কীভাবে রহমানকে আরও সহায়তা করতে পারে?

উত্তরঃ

১. আবদুল রহমান ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদি কৃষিক্ষেত্র পেয়েছিলেন। কারণ তিনি এক মৌসুমের ফসল উৎপাদনের জন্য এক বছরের মেয়াদে বীজ, সার, সেচ ও শ্রম খরচ মেটাতে এই ঋণ গ্রহণ করেছিলেন।

২. ঋণের পরিমাণ = ১,০০,০০০ টাকা

সুদের হার = ৯%

সময় = ১ বছর

সাধারণ সুদ = মূলধন × সুদের হার × সময়

= $1,00,000 \times 0.09 \times 1$

= ৯,০০০ টাকা

পরিশেষে বলা যায়, রহমান এক বছরে মোট ৯,০০০ টাকা সুদ পরিশোধ করেছেন।

৩. রহমান নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ ঋণ এবং সুদ পরিশোধ করেছেন। তিনি কোনো কিস্তি বাকি রাখেননি এবং খেলাপিতে পরিণত হননি। ব্যাংকের ভাষায় যে ঋণ সময়মতো পরিশোধ হয় তাকে সুপরিচালিত বা চলমান ঋণ বলা হয়।

৪. কম সুদের হার পেয়েছেন, যা মহাজন বা অনানুষ্ঠানিক ঋণের তুলনায় অনেক কম এবং কৃষকের জন্য সহনীয়।

১. নিরাপদ ও নিয়মিত লেনদেনের সুযোগ পেয়েছেন, যেখানে ব্যাংকের সকল কার্যক্রম স্বচ্ছ ও আইনসম্মত হওয়ায় প্রতারণা বা অতিরিক্ত আর্থিক চাপের ঝুঁকি কম থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যাংক ঋণ নেওয়ায় তিনি নিরাপদভাবে এবং কম খরচে কৃষি উৎপাদন করতে পেরেছেন।

৫. ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে রহমান মোবাইলের সাহায্যে সহজেই টাকা জমা-উত্তোলন, লেনদেন, সার-বীজ কেনার মূল্য পরিশোধ এবং ঋণের তথ্য দেখতে পারবেন। এতে সময় ও খরচ দুটোই কমবে।

ফসল বীমা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা বা পোকামাকড়ের কারণে ফসল নষ্ট হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে।

তুলনা এবং পার্থক্য

প্রশ্ন-০১. টিকে থাকার কৃষি এবং বাণিজ্যিক কৃষির মধ্যে পার্থক্য

বিবরণ	টিকে থাকার কৃষি	বাণিজ্যিক কৃষি
উদ্দেশ্য	পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা।	বাজারে বিক্রি করে লাভ অর্জন করা।
অপারেশনের পরিসর	সীমিত সম্পদ ও প্রযুক্তি নিয়ে ছোট আকারে পরিচালিত হয়।	বড় পরিসরে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
বাজারমুখীতা	বাজারমুখী নয়; অতিরিক্ত উৎপাদন হলে স্থানীয়ভাবে বিক্রি করা হয়।	অত্যন্ত বাজারমুখী; উৎপাদন বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

প্রশ্ন-০২. স্থায়ী মূলধন এবং কার্যকরী মূলধনের মধ্যে পার্থক্য

দিক	স্থায়ী মূলধন	কার্যকরী মূলধন
সংজ্ঞা	স্থায়ী মূলধন হলো সেই মূলধন যা ব্যবসার দীর্ঘমেয়াদি সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়।	কার্যকরী মূলধন হলো দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন।
ব্যবহারের মেয়াদ	এটি বহু বছর ধরে ব্যবহৃত হয়।	এটি স্বল্প সময়ের জন্য প্রয়োজন হয় এবং ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়।
উদাহরণ	জমি, ভবন, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন।	নগদ টাকা, কাঁচামাল, মজুদ পণ্য ও প্রদেয় বিল।

প্রশ্ন-০৩: নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং ব্যাংক-MFI সংযোগের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের পার্থক্য (BPE-99th) BPE-6th

বিষয়	নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ	ব্যাংক-MFI সংযোগের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ
তহবিলের উৎস	MFIs বা ব্যাংক তাদের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে।	ব্যাংকগুলো MFIs-কে তহবিল সরবরাহ করে, যা বিতরণ করা হয়।

গ্রাহক ভিত্তি	MFIs-এর গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক গ্রাহক নেটওয়ার্ক রয়েছে।	ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ গ্রাহক সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।
সেবা প্রদান পদ্ধতি	MFIs সরাসরি দরজায় সেবা প্রদান করে।	গ্রাহকদের ব্যাংক শাখায় গিয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন-০৪: কৃষি ঋণ এবং গ্রামীণ ঋণ (BPE-99th)

বিষয়	কৃষি ঋণ	গ্রামীণ ঋণ
সংজ্ঞা	ফসল উৎপাদন, সেচ, এবং গবাদি পশুপালনের মতো কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য প্রদত্ত ঋণ।	সামগ্রিক গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রদত্ত ঋণ, যা কৃষি, ব্যবসা, আবাসন এবং ভোগ ব্যয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
উদ্দেশ্য	বীজ, সার, কৃষি সরঞ্জাম কেনার মতো কৃষি কার্যক্রমকে সহায়তা করা।	ছোট ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং আবাসনসহ বিভিন্ন গ্রামীণ আর্থিক চাহিদা পূরণ করা।
লক্ষ্যভিত্তিক সুবিধাভোগী	কৃষক ও কৃষিভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।	কৃষক, গ্রামীণ উদ্যোক্তা, কারিগর ও পরিবার।

প্রশ্ন-০৫: ফার্ম যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণ BPE-6th

ভিত্তি	ফার্ম যান্ত্রিকীকরণ	কৃষি যান্ত্রিকীকরণ
অর্থ	ফার্ম যান্ত্রিকীকরণ বলতে নির্দিষ্ট কোনো খামারের ভেতরে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ব্যবহারকে বোঝায়।	কৃষি যান্ত্রিকীকরণ হলো সামগ্রিক জাতীয় কৃষি খাতে উৎপাদন, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সব পর্যায়ে যন্ত্রপাতি ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।
পরিধি	শুধু মাঠ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ।	পুরো কৃষি খাতজুড়ে বিস্তৃত।
উদাহরণ	ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, স্প্রেয়ার।	কোল্ড স্টোরেজ, শস্য শুকানোর যন্ত্র, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট।

প্রশ্ন-০৬: প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ (BPE-98th, BPE-99th)

দিক	প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ	অপ্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ
অর্থ	প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ হলো এমন ঋণ যা সরকার-নিয়ন্ত্রিত বা নিবন্ধিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত নীতি, সুদের হার ও শর্ত অনুযায়ী কৃষকদের প্রদান করা হয়।	অপ্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ হলো এমন ঋণ যা আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে ব্যক্তি বা অনির্বন্ধিত উৎস থেকে কৃষকদের দেওয়া হয়।
ঋণের উৎস	ব্যাংক, এনজিও, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান।	মহাজন, আড়তদার, ফড়িয়া, আত্মীয়।
সুদের হার	সুদের হার কম এবং সরকার/নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত।	সুদের হার খুব বেশি এবং নিয়ন্ত্রণহীন।

প্রশ্ন-০৭ স্বল্পমেয়াদী ঋণ ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ BPE-7th

দিক	স্বল্পমেয়াদী ঋণ	দীর্ঘমেয়াদী ঋণ
অর্থ	যে কৃষি ঋণ সাধারণত এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় তাকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ বলা হয়।	যে কৃষি ঋণ পাঁচ বছরের অধিক সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বলা হয়।
প্রকৃতি	এই ঋণ মূলত কৃষকের অস্থায়ী ও কার্যকরী মূলধনের চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়।	এই ঋণ মূলত স্থায়ী মূলধন গঠন এবং দীর্ঘমেয়াদী কৃষি উন্নয়নের চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়।
উদ্দেশ্য	বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ ব্যয় এবং মৌসুমী কৃষি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ ঋণ গ্রহণ করা হয়।	জমি ক্রয়, কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ ঋণ গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন-০৮ দলগত ঋণ ও একক গ্রহীতা ঋণ BPE-7th

দিক	দলগত ঋণ	একক গ্রহীতা ঋণ
ঋণগ্রহীতা	দলগত ঋণের ক্ষেত্রে একদল ঋণগ্রহীতাকে যৌথভাবে ঋণ প্রদান করা হয়।	একক গ্রহীতা ঋণের ক্ষেত্রে একজন ঋণগ্রহীতাকে স্বতন্ত্রভাবে ঋণ প্রদান করা হয়।
নিরাপত্তা	এই ঋণের ক্ষেত্রে দলের সদস্যরা যৌথভাবে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব ও নিশ্চয়তা প্রদান করেন।	এই ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিগতভাবে গ্যারান্টি বা জামানত প্রদান করেন।
উপযুক্ততা	দলগত ঋণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের জন্য অধিক উপযোগী।	একক গ্রহীতা ঋণ বৃহৎ কৃষক, উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠিত ঋণগ্রহীতাদের জন্য অধিক উপযোগী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**প্রশ্ন-০১. এআরসিপিপি (ARCPP) অনুযায়ী গ্রুপ লেভিং বা গোষ্ঠীভিত্তিক ঋণ কী? BPE-6th.**

এটি কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচির (ARCPP) অধীনস্থ একটি ঋণ ব্যবস্থা, যেখানে ৫-১০ জন ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক কৃষক কোনো জামানত ছাড়াই যৌথ ঋণ নেওয়ার জন্য একটি দল গঠন করে। ঋণ পরিশোধের জন্য দলের সব সদস্য যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকে, যা পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে সহজে ঋণ প্রাপ্তি এবং উন্নত ঋণ আদায় নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-০২. ছাদ কৃষির জন্য অর্থায়ন (Financing for Roofing Farming)? BPE-6th.

ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শাকসবজি, ফলমূল এবং ভেষজ উদ্ভিদের ছাদ বাগান বা ছাদ কৃষিকে উৎসাহিত করতে কৃষি বা শহরভিত্তিক খামার প্রকল্পের আওতায় ঋণ প্রদান করে থাকে। এসব ঋণ মাটি, বীজ, টব, সেচ ব্যবস্থা এবং জৈব সারের মতো খরচগুলো মেটানোর জন্য দেওয়া হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শহরে সবজায়ন তৈরি করা এবং শহরবাসীদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রশ্ন-০৩. কৃষিতে এলাকাভিত্তিক পদ্ধতি (Area approach method)? BPE-6th.

এলাকাভিত্তিক পদ্ধতি বলতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাকে (যেমন- একটি গ্রাম বা অঞ্চল) নির্বাচন করা এবং সেখানকার সাধারণ ফসল, মাটি ও জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করে কৃষি ঋণ ও সহায়তা প্রদান করাকে বোঝায়। এটি

ব্যাংকগুলোকে লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা করতে, ঋণ আদায়ের হার উন্নত করতে এবং ভারসাম্যপূর্ণ গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-০৪. জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে কৃষিকাজকে প্রভাবিত করে? BPE-6th.

জলবায়ু পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া যেমন- অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা, খরা এবং ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার মাধ্যমে কৃষিকাজে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এসব পরিবর্তন ফসলের ক্ষতি করে, মাটির উর্বরতা কমায়ে এবং ফসল রোপণের মৌসুমে ব্যাঘাত ঘটায়, যার ফলে ফলন কমে যায়। এটি পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়, পানির তীব্র সংকট সৃষ্টি করে এবং গবাদিপশু উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলস্বরূপ, কৃষকদের আয় কমে যায় এবং উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়, যা কৃষিকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ এবং কম টেকসই করে তোলে।

প্রশ্ন-০৫. ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার (সংক্ষিপ্ত টীকা) (বিপিই-৯৭তম, BPE-6th.)

ভার্মি কম্পোস্ট হলো এক ধরনের জৈব সার যা কেঁচো ব্যবহার করে জৈব বর্জ্য পচানোর মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এটি মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে, পুষ্টির প্রাপ্যতা বাড়ায় এবং রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরতা কমায়ে। কেঁচো শাকসবজির বর্জ্য, গোবর এবং ফসলের অবশিষ্টাংশের মতো উপাদানগুলোকে ভেঙে পুষ্টিসমৃদ্ধ কম্পোস্টে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়াটি মাটির বায়ু চলাচল, পানি ধারণ ক্ষমতা এবং অণুজীবের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করে, যা একে একটি টেকসই কৃষি পদ্ধতিতে পরিণত করে। উচ্চ ফলন, খরচ সাশ্রয় এবং উন্নত মাটির উর্বরতার মাধ্যমে কৃষকরা এর থেকে উপকৃত হন। পরিবেশবান্ধব প্রকৃতি এবং সরকারি সহায়তার কারণে বাংলাদেশে ভার্মি কম্পোস্টিং ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) জৈব চাষাবাদকে উৎসাহিত করতে এর ব্যবহার প্রচার করছে। ভার্মি কম্পোস্ট মাটির ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে, যা দীর্ঘমেয়াদি কৃষি টেকসইতার জন্য আদর্শ। ভার্মি কম্পোস্টিং গ্রহণের মাধ্যমে কৃষকরা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে, খরচ কমাতে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারেন।

প্রশ্ন-০৬. খামার যান্ত্রিকীকরণ (farm mechanization)-এর সংজ্ঞা দিন। (বিপিই-৯৭তম, বিপিই-৯৮তম, BPE-6th.)

অথবা, খামার যান্ত্রিকীকরণ নিয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন। BPE 5th.

খামার যান্ত্রিকীকরণ বলতে কায়িক শ্রম এবং ঐতিহ্যবাহী কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ব্যবহারকে বোঝায়। এর মধ্যে ট্রাক্টর ও লাঙলের মতো সাধারণ সরঞ্জাম থেকে শুরু করে হার্ভেস্টার (ফসল কাটার যন্ত্র), সিড ড্রিল (বীজ বপন যন্ত্র) এবং সেচ ব্যবস্থার মতো উন্নত প্রযুক্তির বিস্তৃত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত। খামার যান্ত্রিকীকরণের মূল লক্ষ্য হলো কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও শ্রম কমানোর পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা, কর্মদক্ষতা এবং ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা। এটি কৃষকদের বৃহত্তর এলাকা আরও কার্যকরভাবে চাষ করতে, নিখুঁতভাবে ফসল পরিচালনা করতে এবং সনাতন কৃষিকাজের সাথে জড়িত শারীরিক শ্রম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে সহায়তা করে। যান্ত্রিক কৃষি কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে কৃষকরা উচ্চ উৎপাদন হার, উন্নত পণ্যের গুণমান এবং সামগ্রিকভাবে উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা অর্জন করতে পারেন।

প্রশ্ন-০৭. কৃষি অর্থায়ন/কৃষি ঋণ কী? (BPE-96th)

অথবা, কৃষি ঋণের সংজ্ঞা দিন। BPE-7th

কৃষি অর্থায়ন বলতে কৃষক এবং কৃষি-ভিত্তিক ব্যবসাগুলোকে সহায়তার জন্য আর্থিক সেবা প্রদানকে বোঝায়। এর মধ্যে অর্থ ধার দেওয়া, ঋণ প্রদান এবং কৃষি খাতের অনন্য চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক পণ্য বা পরিষেবা দেওয়া অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে, যেখানে কৃষি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সেখানে কৃষি অর্থায়ন কৃষকদের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতির মতো সম্পদ অর্জনে সাহায্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আর্থিক সহায়তা তাদের খামারে বিনিয়োগ করতে, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং মৌসুমি ওঠানামার মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে সক্ষম করে। ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার মতো

প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই কৃষি ঋণের সুবিধা দেয়, যার লক্ষ্য হলো কৃষকদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সরঞ্জাম দিয়ে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, দারিদ্র্য দূর করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন-০৮. কৃষি ঋণের পোর্টফোলিওগুলোর ওপর এর প্রভাব (Implications) বিশ্লেষণ করুন। (BPE-7th)

- **খেলাপি ঋণ (NPLs) বৃদ্ধি:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ফসলের ব্যর্থতা ঋণ খেলাপির ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
- **ঋণ পুনঃতফসিলের প্রয়োজনীয়তা:** ব্যাংকগুলোকে গ্রেস পিরিয়ড (অতিরিক্ত সময়) এবং ঋণ পুনর্গঠনের সুবিধা প্রদান করতে হতে পারে।
- **উচ্চতর ঋণ ঝুঁকি:** জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাজারের অনিশ্চয়তার কারণে কৃষি ঋণগুলো অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।
- **বৈচিত্র্যকরণের (Diversification) গুরুত্ব:** বৈচিত্র্যময় কৃষি পোর্টফোলিও নির্দিষ্ট কোনো খাতে ঋণ কেন্দ্রীভূত হওয়ার ঝুঁকি কমায়।
- **কঠোর মনিটরিং বা তদারকির প্রয়োজনীয়তা:** নিয়মিত মাঠ পর্যায়ের তদারকি ঋণ আদায়ের হার উন্নত করে।

প্রশ্ন-০৯. কৃষি-উদ্যোক্তার (agri-entrepreneur) সংজ্ঞা দিন। (বিপিই-৭ম)

কৃষি-উদ্যোক্তা হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি মুনাফা অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কৃষি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু এবং পরিচালনা করেন। তারা শস্য উৎপাদন, ডেইরি, পোল্ট্রি, মৎস্য, কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ, নার্সারি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মতো কৃষি খাতগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী ধারণা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ করেন। কৃষি-উদ্যোক্তারা কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষকের আয় বাড়ানো এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

End of First Chapter

☞ অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com

➡ WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center



MetaMentor Center

